International Trade Centre | SheTrades

UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

যুক্তরাজ্যে পণ্য রপ্তানি

বস্ত্র, তৈরি পোশাক, নারীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং গৃহসজ্জার উপকরণ খাতে বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য হ্যান্ডবুক

In partnership with SME FOUNDATION

প্রকাশক: ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)

শিরোনাম: যুক্তরাজ্যে পণ্য রপ্তানি- বস্ত্র, তৈরি পোশাক, মেয়েদের প্রসাদন ও গৃহসজ্জা-উপকরণ খাতে বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য হ্যান্ডবুক

প্রকাশের স্থান ও সময়: জেনেভা , মে ২০২৪

পৃষ্ঠাসংখ্যা-৭৪

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ: মিশেল ক্রিস্টির এই ইমেইলে- kristy@intracen.org

ব্যাপকতর প্রচারের জন্য আইটিসি তার প্রকাশনাগুলোর পুনমুর্দ্রণ ও ভাষান্তরকে উৎসাহিত করে। সূত্রের যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে এই হ্যান্ডবুকের একটি সংক্ষেপিত ভাষ্য পুনর্মুদ্রণ করা যাবে। বিশদ পুনঃপ্রকাশ বা অনুবাদ করতে চাইলে অনুমতির জন্য অনুরোধ করতে হবে। পুনর্মুদ্রণ বা অনুবাদের একটি কপি আইটিসিকে পাঠাতে হবে।

প্রচ্ছদের ডিজিটাল ছবি: © Shutterstock.com

© International Trade Centre

আইটিসি হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের যৌথ সংস্থা।

কৃতজ্ঞতা :

এই প্রকাশনায় যুক্ত সবার প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

মিশেল ক্রিস্টির নির্দেশনায় মাথাঙ্গি হরিহরন প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন। তাঁরা দুজনেই আইটিসিতে কর্মরত।

প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার কাজে যুক্ত আইটিসি, ইউনাইটেড কিংডম ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশকে ধন্যবাদ।

পাশাপাশি বাংলাদেশের যে সব নারী উদ্যোক্তা এই প্রতিবেদনের জন্য পরিচালিত জরিপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদেরও ধন্যবাদ জানায় আইটিসি।

এই হ্যান্ডবুকটি তৈরিতে আইটিসি এবং ট্রেডল্যাব ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ল ক্লিনিক, সেন্টার ফর ট্রেড অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন, গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জেনেভার ইতিপূর্বে করা একটি প্রতিবেদন থেকে আংশিক সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

সম্পাদনা ও প্রকাশনার প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য ইভা চ্যাং ও এডিসন ইয়াপ এবং অনুবাদ কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য তানভীর আহমাদ (আইটিসি), বাংলায় ভাষান্তরের জন্য শাহেদ মুহাম্মদ আলী, সম্পাদনার জন্য ম্যারিন ম্যাকডোনাল্ড এবং অঙ্গসজ্জার জন্য ডায়ানা ম্যানফ্রেডিকে আইটিসি ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

এই হ্যান্ডবুকের জন্য তহবিল যোগাচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম ইন্টারন্যাশনাল ডেভলেপমেন্ট।

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপ

অন্যভাবে বলা না হলে 'টন' বলতে সব ক্ষেত্রে মেট্রিক টন বোঝাবে।

এডি ব্যাংক	অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক
বিডিটি	বাংলাদেশি টাকা
বিজিএমইএ	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
সিসিআইঅ্যান্ডই	প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক
সিআইটিইএস	বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত কনভেনশন
ডিসিটিএস	ডেভেলপিং কান্ট্রি ট্রেডিং স্কিম
ইওআরআই	ইকোনমিক অপারেটর রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন
ইপিবি	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (বাংলাদেশ)
ইআরসি	এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট
এফআরসি	ফরেস্ট-রিস্ক কমোডিটি
জিওটিএস	গ্লোবাল অর্গানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড
এইচএস	হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন অ্যান্ড কোডিং সিস্টেম
ইনকোটার্মস	ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস
আইপিআর	ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস
আইটিসি	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার
এলডিসি	লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি
পিওপি	পারসিস্টেন্ট অরগানিক পল্যুউট্যান্ট
আরইএসিএইচ	রেজিস্ট্রেশন, ইভ্যালুয়েশন, অথরাইজেশন অ্যান্ড রেসট্রিকশন অব কেমিক্যালস
আরএমজি	রেডিমেড গার্মেন্টস (তৈরি পোশাক)
আরওও	রুলস অব অরিজিন
এসএমই	স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ
এসভিএইচসি	সাবস্ট্যান্স অব ভেরি হাই কনসার্ন
টিআইএন	ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর
ইউকেসিসি	ইউনাইটেড কিংডম কমোডিটি কোড
ভ্যাট	ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বা মূল্য সংযোজন কর-মুশক
ভিএসএস	ভলান্টারি সাসটেইনিবিলিটি স্ট্যান্ডার্ডস

ইনকোটার্মের সংক্ষিপ্ত রূপ

সিআইএফ	কস্ট ইনস্যুরেন্স ফ্রেইট
সিআইপি	ক্যারিয়ার অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স পেইড টু
সিএফআর	কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট
সিপিটি	কস্ট পেইড টু
ডিএপি	ডেলিভারড অ্যাট প্লেস
ডিডিপি	ডেলিভারড ডিউটি পেইড
ডিপিইউ	ডেলিভার্ড অ্যাট প্লেস আনলোডেড
ইএক্সডব্লিউ	এক্স ওয়ার্কস
এফসিএ	ফ্রি ক্যারিয়ার
এফওবি	ফ্রি অন বোর্ড

এই হ্যান্ডবুক কারা ব্যবহার করবেন?

হ্যান্ডবুকটিতে গ্রেট ব্রিটেনে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য রপ্তানি করতে বাংলাদেশি নারীদের পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এখানে ব্যাখ্যা করা আইনি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তগুলো শুধুমাত্র ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ডের বাজারের জন্য প্রযোজ্য। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাজারে পাঠানো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

হ্যান্ডবুকটিতে গৃহসজ্জার উপকরণ, বাড়িঘরের জিনিসপত্র, নারীদের প্রসাদন ও অলংকার এবং বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানি করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তগুলো আলোচনা করা হয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে হ্যান্ডবুকটিতে প্রকৃত বা সম্ভাব্য রপ্তানির উপর ভিত্তি করে তৈরি পোশাক, পাদুকা, গহনা এবং হ্যান্ডব্যাগের বিষয়ে বলা হয়েছে।

এই হ্যান্ডবুকে ব্যাখ্যা করা অনেক নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত অত্যন্ত প্রায়োগিক বা টেকনিক্যাল এবং বিশদ। এই ধরনের শর্তগুলো সাধারণত গ্রেট ব্রিটেনের আমদানিকারকদের সাথে কাজ করা পেশাদার রপ্তানিকারকরাই মোকাবেলা করেন। এই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে হ্যান্ডবুকটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত যে ভৌত রপ্তানি হবে সেজন্য দেশের মাঝারি বা বড় আকারের রপ্তানিকারকদের ব্যবহার করা হবে। তারপরও যেসব ছোট আকারের উৎপাদনকারী পেশাদার রপ্তানিকারকদের ব্যবহার না করে সরাসরি নিজে রপ্তানি করতে চান তারা এই হ্যান্ডবুকটি ব্যবহার করতে পারেন।

এই লক্ষ্যে হ্যান্ডবুকটিতে রপ্তানি পণ্যগুলোর জন্য প্রযোজ্য সবচেয়ে টেকনিক্যাল শর্তগুলো বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক লিংক দেওয়া হয়েছে। হ্যান্ডবুকের প্রতিটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তগুলো অবশ্যই সেখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক পরিশিষ্টগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে, যেখানে প্রতিটি শর্তকে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, আপনি যদি এই হ্যান্ডবুকটি অনলাইনে পড়েন, তাহলে টেক্সট এর হাইলাইট করা লিংকটিতে ক্লিক করলে সরাসরি সেখানে চলে যাবেন। আর ছাপা কপি পড়লে পরিশিষ্ট ৫

থেকে সঠিক লিংকটি খুঁজে পেতে হাইলাইট করা টেক্সটের পরে বন্ধনীতে দেওয়া লিংক নম্বর ব্যবহার করুন। পরিশিষ্ট ৫-এর প্রতিটি লিংকে একটি QR কোডও রয়েছে যা স্মার্টফোন দিয়ে স্ক্যান করে আপনি সরাসরি সংশ্লিষ্ট ওয়েব পাতায় যেতে পারবেন।

হ্যান্ডবুকটি ভবিষ্যতমুখী। কারণ এতে এমন কিছু নতুন নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তের কথা আছে যা আগামীতে প্রযোজ্য হতে পারে। উপরন্তু এই হ্যান্ডবুকে আলোচিত পণ্যগুলোর মতো একই ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত রয়েছে এমন বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়েরও সুপ্ত সুযোগ থাকার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষে এটি মনে রাখতে হবে যে, টেকনিক্যাল নিয়ন্ত্রণমূলক আমদানি-রপ্তানি শর্তগুলো ছাড়াও হ্যান্ডবুক ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন রপ্তানি-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আগ্রহ থাকবে। এসবের মধ্যে থাকবে বাজার সনাক্তকরণ, ভোক্তার পছন্দের দ্রুত পরিবর্তন, পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ এবং গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান ভোক্তা চাহিদা মেটানো। এ হ্যান্ডবুকে আইনি কাঠামোর বাইরের এ ধরনের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়নি।

এই হ্যান্ডবুকটিতে থাকা সমস্ত তথ্য ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত হালনাগাদ। এর পাঠকদের তাদের রপ্তানিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও নতুন শর্তের বিষয়ে নজর রাখার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা ৩

সংক্ষিপ্তনাম ৪

কারা এই হ্যান্ডবুক ব্যবহার করবেন ৫

অধ্যায় ১ : রপ্তানির জন্য প্রস্তুতি ২

বাংলাদেশে ব্যবসার নিবন্ধন ২

গ্রেট ব্রিটেনে রপ্তানি ৭

ইউনাইটেড কিংডম ডেভেলপিং কান্ট্রিস ট্রেডিং স্কিম ১১

অধ্যায় ২: পণ্য ও উৎপাদনের শর্ত পূরণ ১৩

পণ্যের নিরাপত্তা ১৪

বিপন্ন গাছ ও প্রাণী থেকে তৈরি পণ্য ১৭

মেধাস্বত্ত্ব অধিকার ১৮

পণ্য টেকসই হওয়া ২১

পণ্যের প্যাকেজিং ২২

পণ্যের লেবেলিং ২৩

অধ্যায় ৩ : স্থায়িত্ব মান ২৫

স্বেচ্ছাকৃত স্থায়িত্ব মান ২৫

কোম্পানি কোড ২৬

অধ্যায় ৪ : শুল্ক ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া ২৮

শুল্ক ছাড়ের নথিপত্র ২৮

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স বা শুল্ক ছাড় ২৯

কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ২৯

অধ্যায় ৫ : পরিবহন ও লজিস্টিকস ৩১

বিল অব লেডিং ৩১

এয়ারওয়ে বিল ৩১

ইনস্যুরেন্স ৩১

পরিশিষ্ট ১ : রপ্তানিকারক হওয়ার প্রস্তুতি ৩৩
১. ইনকোটার্মসের সংক্ষিপ্তসার ৩৩
২. পণ্যের শ্রেণিকরণ: এইচএস কোড ৩৪
৩. উন্নয়নশীল দেশ ট্রেডিং স্কিম ৩৮

পরিশিষ্ট ২ : পণ্য ও উৎপাদনের শর্তাবলী ৪১
১. সাধারণ পণ্য-নিরাপত্তা ৪১
২. আরইএসিএইচ (রিচ) বিধিবিধান ৪২
৩. নাইটওয়্যার নিরাপত্তা ৪২
৪. পণ্যের প্যাকেজিং বা মোড়কজাতকরণ ৪৩
৫. বস্ত্রের লেবেলের শর্তাবলী ৪৪
৬. জুতার লেবেলের শর্তাবলী ৪৫

পরিশিষ্ট ৩ : টেকসই হওয়ার মান ৪৬
১. সার্টিফিকেট অর্জনের পদক্ষেপগুলো ৪৬
২. সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের উদাহরণ ৪৮
পরিশিষ্ট ৪ : কাস্টমের প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ৫০
১. বাণিজ্যিক ইনভয়েস ৫০
২. প্যাকেজিং লিস্ট ৫১
৩. প্রুফ অব অরিজিন ৫১
৪. ইএক্সপি ফর্ম ৫৩
৫. ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন বা বন্ডেড ওয়্যারহাউজের অনুমোদন ৫৩
৬. ইকোনমিক অপোরেটর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ৫৩

পরিশিষ্ট ৫: ওয়েব পেজ লিংক ৫৫

ফিগার বা চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: ইউনাইটেড কিংডম ডেভেলপিং কান্ট্রি ট্রেডিং স্কিমের সারসংক্ষেপ ১০
চিত্র এ১: ইউকেসিসি-র চ্যাপটার নোটের উদাহরণ ৩৭
চিত্র এ২: ডিসিটিএস দেশ শ্রেণিবিভাগ ৩৮
চিত্র এ৩: ডিসিটিএস এ আওতায় বিভিন্ন ট্যারিফ হার ৩৯
চিত্র এ৪: জুতার লেবেলিংয়ের প্রতীক ও ভাষার উদাহরণ ৪৫

সারণির তালিকা

সারণি ১: বিক্রয় চুক্তির প্রধান শর্তাবলীর সারাংশ ৫
সারণি ২: ইনকোটার্ম ২০২০ এর উদাহরণ ৬
সারণি এ১: ইনকোটার্ম- ২০২০ এর সারসংক্ষেপ ৩৩
সারণি এ২: এইচএস কোড এবং ইউকেসিসি শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ ৩৪
সারণি এ৩: এইচএস কোড শ্রেণিবিভাগের জন্য পণ্যের বিবরণ ম্যাট্রিক্স ৩৫
সারণি এ৪: এই হ্যান্ডবুকে উল্লেখিত পণ্যগুলোর জন্য ইউকেসিসি-র নির্দেশক তালিকা ৩৬
সারণি এ৫: পণ্য-নিরাপত্তা লঙ্ঘনের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা ৪১

বক্সের তালিকা

বক্স ১: যুক্তরাজ্যের সঠিক কমোডিটি কোড সনাক্তের গুরুত্ব ৭
বক্স ২: পণ্য শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ ৭
বক্স ৩: বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) অবস্থার পরিবর্তন ১১
বক্স ৪: পণ্যের নিরাপত্তা পরীক্ষা করা ১৪
বক্স ৫: পণ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশকৃত অনুশীলন ১৪
বক্স ৬: এসভিএইচসি কি? ১৫
বক্স ৭: বাংলাদেশে REACH টেস্টিং ১৫
বক্স ৪: বাস্তবক্ষেত্রে CITES বাস্তবায়নের উদাহরণ ১৭
বক্স ৯: ডিজাইন সুরক্ষার শর্তগুলো ১৯
বক্স ১০: বন-ঝুঁকি পণ্য কি? ২১
বক্স ১১: পণ্য প্যাকেজিংয়ের উদাহরণ ২২
বক্স ১২: টেকসই মান কি? ২৫
বক্স ১৩: সরবরাহকারীর টেকসই রিসোর্স ২৫
বক্স এ১: এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রভাব ৪০
বক্স এ২: যেসব টেক্সটাইল পণ্যের লেবেলের প্রয়োজন নেই ৪৪
বক্স এ৩: লেবেলিং শর্তে উল্লেখ না থাকা ফুটওয়্যারগুলো ৪৫
বক্স এ৪: উৎসের বিষয়ে ঘোষণা দেওয়ার শর্ত ৫২
বক্স এ৫: উৎস ঘোষণার ভাষা ৫২

© Shutterstock.com

১ রপ্তানির জন্য প্রস্তুতি

বাংলাদেশে ব্যবসা নিবন্ধন

১ ধাপ ব্যবসার নাম, কাঠামো এবং অফিস

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের প্রথম ধাপ হল এর একটি নিজস্ব নাম এবং ব্যবসায়িক কাঠামো নির্ধারণ করা। একক মালিকানা, অংশীদারত্ব এবং লিমিটেড কোম্পানি- এই তিনটি হচ্ছে বাংলাদেশে সবচেয়ে পরিচিত ব্যবসায়িক কাঠামো। উল্লেখ্য, একজন একক ব্যক্তিও একটি বেসরকারি কোম্পানি গঠন করতে পারেন, যা এক-ব্যক্তি কোম্পানি হিসাবে পরিচিত। প্রতিটি কাঠামো গঠন ও অন্তর্ভুক্তির ব্যয় ভিন্ন। বিশেষ করে বাংলাদেশি বিভিন্ন রপ্তানি সুবিধা স্কিমের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে কাঠামোর এই বিভিন্নতা কাজ করে। আপনার ব্যবসায়িক উদ্যোগটির জন্য উপযুক্ত কাঠামো বেছে নিতে একজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করুন। এর পর (যদি প্রযোজ্য হয়) উপযুক্ত একটি অফিস এবং/অথবা কারখানার স্থান বেছে নিয়ে তার মালিকের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি স্বাক্ষর করুন। একইসঙ্গে আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব খুলুন।

২ ধাপ কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) নিবন্ধন

নিচের লিংক (লিংক ১) ব্যবহার করে কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) সার্টিফিকেটের জন্য (ই-টিন সার্টিফিকেট) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করুন- secure.incometax.gov.bd আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দেবেন:

- ব্যবসার নিবন্ধনের প্রমাণ, যেমন-কম্পানির চার্টারের নথি বা অংশীদারত্ব চুক্তি
- একটি পাসপোর্ট আকারের ছবি
- ভাড়ার চুক্তি
- পরিচালক বা অংশীদারদের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি

৩ ধাপ ট্রেড লাইসেন্স

ব্যবসা শুরু করার আগে উৎপাদনকারীকে অবশ্যই নিজের এলাকায় ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে। এজন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে নিচের নথিগুলোর সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিন :

- ব্যবসার নিবন্ধনের প্রমাণ, যেমন কোম্পানির চার্টার নথি বা অংশীদারত্বের দলিল
- পরিচালক বা অংশীদারদের পাসপোর্ট আকারের ছবি
- ভাড়ার চুক্তি
- সর্বশেষ ট্যাক্স পরিশোধের রসিদ (যদি প্রযোজ্য হয়)
- পরিচালক বা অংশীদারদের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি।

সহায়ক নথিগুলো অবশ্যই একজন প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা বা একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে। লাইসেন্স ফি ব্যবসার ধরনের ওপর নির্ভর করে এক হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

৪ ধাপ অর্থায়নের সুবিধা

ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। নারী উদ্যোক্তাদের জানা দরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক (লিংক ২) তাদের জন্য কম সুদে এবং শিথিল জামানতের শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে স্মল এন্টারপ্রাইজ রিফিন্যান্স স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (লিংক ৩) একক নারী উদ্যোক্তা বা নারী উদ্যোক্তাদের কোনো গ্রুপ-উভয়কে ঋণ দিতে পারে।

কুইক টিপ : আপনার বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলুন

বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন প্রকল্প, প্রযোজ্য সুদের হার, ঋণ পেতে প্রয়োজনীয় জামানত বা নিরাপত্তার পরিমাণ এবং পরিশোধের শর্তাবলী বোঝার জন্য আপনার বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলুন। ঋণের জন্য আবেদন করতে চাইলে এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর তৈরি করা এই দরকারি চেকলিস্টটি দেখুন (লিংক ৫)।

৫ ধাপ চেম্বার অব কমার্স এবং ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনে নিবন্ধন

উৎপাদনকারী বা উদ্যোক্তাদের অবশ্যই নিবন্ধন করে স্থানীয় চেম্বার অব কমার্সের সদস্য হতে হবে। চেম্বার অব কমার্সের সদস্যরা রপ্তানি সংক্রান্ত নথিপত্রের প্রত্যয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মতো সেবা পেয়ে থাকেন। চেম্বার অব কমার্সের সদস্যরা সংগঠনটিতে নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের নেটওয়ার্ক থেকেও উপকৃত হন।

কুইক টিপ : চেম্বার অব কমার্সে যোগ দিন

• নারী উদ্যোক্তাদের কোনো নেটওয়ার্কে যোগ দিতে আপনার অঞ্চলের উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যেমন- ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (লিংক ৬) এবং চিটাগাং উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (লিংক ৭)। এর মাধ্যমে আপনি সহ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নানা কিছু শেখা এবং পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

• বাণিজ্য মেলা, এক্সপো, প্রদর্শনী এবং বাণিজ্য মিশনগুলাতে অংশগ্রহণ ক্রেতাদের সঙ্গে দেখা করা, নিজের পণ্যসামগ্রী তুলে ধরা, আমদানি বাজারের চাহিদা বোঝা এবং নেটওয়ার্ক তৈরি করারে এটা এক দারুণ উপায়।

- নিটওয়্যার পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকরাও বাংলাদেশ নিটওয়্যার পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতিতে (লিংক ৮) নিবন্ধন করতে পারেন। এতে সংগঠনসংশ্লিষ্ট সেবাগুলো পাওয়া সহজ হবে এবং নিটওয়্যার পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকা যাবে।
- তৈরি পোশাক (আরএমজি) যেমন ওভেন ও সুয়েটার উৎপাদক ও রপ্তানিকারকরাও বিজিএমেএ-তে (লিংক ৯) নিবন্ধন করতে পারেন। বিজিএমইএর সদস্যরা শ্রমিক ও কম্পায়েন্স বিষয়ে আইনি সহায়তা, ব্যবসার সাম্প্রতিক প্রবণতা, বাণিজ্যের তথ্য এবং ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সংগঠন থেকে সহায়তা নিয়ে লাভবান হতে পারেন।
- পাট পণ্যের উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকরা বাংলাদেশ পাট পণ্য রপ্তানিকারক সমিতিতে (লিংক ১০) নিবন্ধন করতে পারেন। এতে তারা রপ্তানি সনদ ও সহায়ক কাগজপত্র পেতে এবং বাণিজ্য মেলা ও সেমিনারে অংশ নিতে পারবেন।

৬ ধাপ রপ্তানি নিবন্ধন সনদ

প্রধান আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের (সিসিআইঅ্যান্ডই) কাছে আবেদন করে রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ইআরসি) সংগ্রহ করুন। ইআরসি পাওয়ার জন্য আবেদন ফর্ম পূরণ করে নিম্নলিখিত নথিগুলোর সঙ্গে জমা দিন এবং ১০ হাজার টাকা ফি প্রদান করুন:

- ট্রেড লাইসেন্স
- টিআইএন সার্টিফিকেট
- অংশীদারি কোম্পানির জন্য অংশীদারত্বের দলিল বা সার্টিফিকেট এবং লিমিটেড কোম্পানির জন্য সার্টিফিকেট এবং ফর্ম ১২
- স্থানীয় চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য সনদের অনুলিপি
- মনোনীত ব্যাংকের সনদ
- জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট
- জমা দেওয়া ফি এবং ভ্যাটের চালান রশিদ

ইআরসি সনদ সাত হাজার টাকা ফি দিয়ে প্রতিবছর নবায়ন করতে হবে।

পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করতে ইচ্ছুক উৎপাদনকারীদের অবশ্যই একটি বাড়তি ইআরসি (পাটজাত পণ্য ইআরসি) পেতে হবে। পাটজাত পণ্য ইআরসি একটি সাধারণ ইআরসি-র মতো নয়। পাটজাত পণ্যের ইআরসি পেতে সাধারণ ইআরসির প্রয়োজন হয়। নিচে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭ ধাপ পাট ও পাটজাত পণ্যের জন্য রপ্তানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট (ইআরসি)

এই ধাপটি শুধু যারা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রযোজ্য।

পূরণ করা আবেদনপত্র নিচের সহায়ক নথিগুলোসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পাট অধিদপ্তরে জমা দিন।

- প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার দ্বারা সত্যায়িত এসব অনুলিপি হচ্ছে :
  - (১) ইআরসি সনদ
  - (২) ট্রেড লাইসেন্স
  - (৩) আয়কর সার্টিফিকেট
  - (৪) অংশীদারত্ব দলিল
  - (৫) জাতীয়তার সনদপত্র
  - (৬) বাংলাদেশ পাট রপ্তানিকারক সমিতি বা স্থানীয় চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্য সনদ
  - (৭) ব্যাংকের দেওয়া আর্থিক সচ্ছলতা সনদ
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু করা ট্রেজারি চালান।

পাট পণ্য ইআরসি প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে।

৮ ধাপ মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট নিবন্ধন

আপনার ব্যবসার আকার নিম্নলিখিত পর্যায় অতিক্রম করলেই কেবল ভ্যাট নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য ভ্যাট কমিশনারের কাছে আবেদন করুন:

- নিবন্ধন সীমা: ১২ মাস সময়কালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ ৮০ লাখ টাকার বেশি
- তালিকাভুক্তি সীমা: ১২ মাস সময়কালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ ২৪ লাখ টাকার বেশি।

যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই সেগুলো চাইলে স্বেচ্ছায় নিবন্ধনের জন্য ভ্যাট কমিশনারের কাছে আবেদন করতে পারে।

৯ ধাপ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে নিবন্ধন

ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড কিংবা অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবহার করে নিবন্ধন ফি দিয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে (ইপিবি) (লিংক ১১) নিবন্ধিত হোন। ডিজিটালভাবে অর্থপ্রদানের প্রমাণ (যেমন পে স্লিপ) এবং নিচের সহায়ক নথিগুলো আপলোড করুন -

- ট্রেড লাইসেন্স
- ইআরসি
- চেম্বার অব কমার্স বা শিল্প সমিতির সদস্যপদ
- ভ্যাট সার্টিফিকেট
- টিআইএন সনদ
- ব্যবসার নিবন্ধনের প্রমাণ যেমন কোম্পানির চার্টার নথি বা অংশীদারত্বের দলিল।

ব্যবহারকারীর নাম এবং অ্যাকাউন্ট সক্রিয় হলে লগইনের তথ্য রপ্তানিকারককে জানানো হবে। কীভাবে ইপিবিতে নিবন্ধন করতে হয় তা জানতে এই নির্দেশিকাটি পড়ুন (লিংক ১২)।

১০ ধাপ বিক্রয় চুক্তি

ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে ও ধরে রাখতে এমন একটি সম্পর্ক তৈরি করা অপরিহার্য যার ভিত্তি হবে বিশ্বাস ও যোগাযোগ। একটি বিশদ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য, সেগুলো কার্যকর হওয়ার শর্তাবলী এবং চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কী ঘটবে তা উল্লেখ করা থাকে। বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করা পর্যন্ত আগের সমস্ত আলোচনা এবং বিক্রয় চুক্তিটিও যেন লিখিত থাকে তা নিশ্চিত করুন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বিভিন্ন কারণের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যে কোনো রকম বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে। তবে নিচে উল্লেখ করা ধারাগুলো যেন বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা উৎপাদনকারীদের নিশ্চিত করতে হবে। এটি করা হলে পক্ষগুলো ভবিষ্যতে ওঠা কোনও বিরোধ স্পষ্ট এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে পারবে।

বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাবিত ধারাগুলোর তালিকা নিচের সারনি ১-এ দেখুন।

সারণি ১: বিক্রয় চুক্তির মূল শর্তগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা

বিষয়	ব্যাখ্যা
প্রো-ফর্মা ইনভয়েস	• কার্যাদেশের শর্তাবলী নিশ্চিত করার জন্য বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পাঠাবেন। একই বিক্রয় চুক্তির জন্য একাধিক ইনভয়েস (চালান) করা যেতে পারে। • এর মধ্যে থাকে পণ্যের বর্ণনা, দাম, পরিমাণ ও সরবরাহের শর্তের মতো বিভিন্ন তথ্য • ক্রেতার কাছে মূল্য পরিশোধের অনুরোধ করতেও ব্যবহৃত হয়।
পেমেন্ট টার্মস (অর্থ পরিশোধের শর্তাবলী)	• চালানের অর্থ পরিশোধের সম্মত শর্তাবলী • অর্থ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ, মুদ্রা ও মাধ্যম এবং বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য সম্ভাব্য জরিমানা
লিড টাইম	• ক্রয়াদেশ পাওয়ার সময় থেকে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের সময়। এটি পণ্য, রপ্তানিকারক ও সরবরাহের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। • লিড টাইমের বিষয়ে মতৈক্য দুই পক্ষের মধ্যে আস্থা প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় সহায়তা করে।
ন্যূনতম অর্ডারের সংখ্যা/ পরিমাণ	• একজন ক্রেতাকে রপ্তানিকারকের কাছে ন্যূনতম যে পরিমাণ পণ্যের ক্রয়াদেশ দিতে হবে। • এটি পণ্য উৎপাদনের দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক
নকশার স্বত্ত্ব	• পণ্যের নকশার স্বত্ত্ব বিষয়ে উৎপাদনকারী ও ক্রেতার ভূমিকা লেখা থাকবে। (এ বিষয়ে আরো জানার জন্য অধ্যায় ২ দেখুন।) উদাহরণ: – 'উৎপাদনকারী সম্মত হচ্ছেন যে, পণ্যের নকশার ক্ষেত্রে কোনো স্বত্ত্ব লংঘনের বিষয় ঘটলে তা ক্রেতাকে অবগত করা হবে।'
লেবেলিং ও প্যাকেজিং	• লেবেলিং এবং প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী এবং ক্রেতার ভূমিকা তুলে ধরা হবে। কিছু উদাহরণ: – 'নিয়ন্ত্রক সংস্থার লেবেলিং বিষয়ক শর্ত মেনে চলা নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকবে উৎপাদনকারীর।' – 'ক্রেতার পক্ষে লেবেল এবং অন্যান্য প্যাকেজিং সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহের ক্রয়াদেশ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন উৎপাদনকারী।' – 'পণ্যের পরিবর্তনের কারণে কোনো অব্যবহৃত লেবেল বা প্যাকেজিং উপকরণের জন্য ক্রেতা দায়ী থাকবেন না।
বিশেষ চাহিদা	• নির্দিষ্ট পণ্য এবং উৎপাদন বিষয়ে ক্রেতার অনুরোধ যা উৎপাদনকারী কর্তৃক স্বীকৃত। উভয় পক্ষ যে এ বিষয়ে সম্মত তা দেখানোর জন্য বিষয়টি বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ডেলিভারি টার্মস বা ইনকোটার্মস	• আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একগুচ্ছ বিধিবিধান যার অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি, ডেলিভারি পয়েন্ট এবং খরচ বিষয়ে রপ্তানিকারক এবং ক্রেতার দায়দায়িত্ব নির্ধারিত হবে। নিচে এটি উল্লেখ করা হলো। • পক্ষগুলোকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ডেলিভারির পয়েন্ট বা পণ্যের গন্তব্য যেন যতটা সম্ভব স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অনুসারে এ বিষয়ে সর্বোত্তম চর্চা হল নিম্নলিখিত বাক্যাংশ ব্যবহার করা '[নির্বাচিত ইনকোটার্ম] [পয়েন্ট বা স্থানের নাম। নাম।ইনকোটার্মস ২০২০'।

বিক্রয় চুক্তিতে অবশ্যই ইনকোটার্মস অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিক্রয় লেনদেনে উৎপাদনকারী /রপ্তানিকারক এবং ক্রেতাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ইনকোটার্মস-২০২০ এ ১১ টি সাধারণ বিধান রয়েছে, যার প্রতিটি শিপিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বিক্রেতা এবং ক্রেতার দায়িত্বগুলোকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

ইনকোটার্মস শুধু প্রতিটি পক্ষের দায়িত্বই নির্দিষ্ট করে না বরং কোন পর্যায়ে ঝুঁকির বিষয়টি বিক্রেতা থেকে ক্রেতার ওপর স্থানান্তরিত হবে সেটি এবং খরচের ভাগাভাগির বিষয়ও উল্লেখ করে। সারণি ২ এ কিছু নির্বাচিত ডেলিভারি টার্ম এবং একজন উৎপাদক/বিক্রেতা (S) এবং ক্রেতার (B) মধ্যে লেনদেনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি তুলে ধরে। বাকি অংশ সেকশন ১ এর পরিশিষ্ট ১- এ দেওয়া আছে।

সারণি ২: ইনকোটার্ম ২০২০ এর উদাহরণ

ইনকোটার্ম	বর্ণনা	দায়-দায়িত্ব
মাল্টিমোডাল বা বহুমূখী পরিবহণ		
এক্স-ওয়ার্ক (ইএক্সডব্লিও)	S তার পণ্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে B-র কাছে তুলে দিল। সেটি S এর নিজের জায়গায়ই হতে হবে তা নয়। পণ্য নামানো, সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট সব ঝুঁকি ও ব্যয়ের দায়দায়িত্ব B-র ।	ডেলিভারিটি S-এর অঞ্চলের মধ্যে হলে S রপ্তানি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে বাধ্য নয় । এটি B-র দায়িত্ব । S-এর দায়িত্ব শুধু প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং নথিপত্র যোগাড়ে সহায়তা করা।
পণ্য যেখানে নামবে (ডিএপি)	S আগে থেকে উল্লেখ করা গন্তব্যে B-কে পণ্য সরবরাহ করে। B-এর যদি সেখানে পণ্যের ক্ষতি হওয়া বা অন্য কোনো ঝুঁকি থাকে তার বীমা করার দায়িত্ব S-এর নয়।	S কে অবশ্যই রপ্তানি ছাড়পত্রের অর্থ পরিশোধ এবং তা সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু S আমদানি ছাড়পত্র বা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিট যোগাড় করতে বাধ্য নয়। তবে S-কে অবশ্যই ট্রানজিট এবং/অথবা আমদানির ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নথি এবং/অথবা তথ্য প্রাপ্তিতে B-কে সহায়তা করতে হবে। B-এর খরচ বহন করবে।
সমুদ্র এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথে পরিবহন		
ফ্রি অন বোর্ড (এফওবি)	B দ্বারা মনোনীত জাহাজে করে S নির্ধারিত বন্দরে B এর কাছে পণ্য সরবরাহ করে। পণ্য জাহাজে ওঠার পর থেকেই সব পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচের দায় B- র।	S কে অবশ্যই রপ্তানি ছাড়পত্রের জন্য অর্থ প্রদান এবং তা সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু আমদানি ছাড়পত্র বা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিটের ছাড়পত্র সংগ্রহের দায়িত্ব তার নয়।
কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট -সিএফআর	S জাহাজে B এর কাছে পণ্য তুলে দেয়। পণ্যগুলো আসলেই গন্তব্যে পৌঁছাক আর নাই পৌঁছাক S -এর বাধ্যবাধকতা এখানেই শেষ বলে ধরে নেওয়া হবে। B এর পণ্যের ক্ষতি বা হারানোর ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা কভার কিনতে S বাধ্য নয়।	S কে অবশ্যই রপ্তানি ছাড়পত্রের জন্য অর্থ প্রদান ও তা সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু আমদানি ছাড়পত্র বা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিটের জন্য ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে S বাধ্য নয়। তবে ট্রানজিট এবং/অথবা আমদানির ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নথি এবং/অথবা তথ্য প্রাপ্তিতে S-কে অবশ্যই B-কে সহায়তা করতে হবে। B-এর খরচ বহন করবে।
কস্ট ইনস্যুরেন্স ফ্রেইট -সিআইএফ	S জাহাজে B এর কাছে পণ্য তুলে দেয়। পণ্যগুলো আসলেই গন্তব্যে পৌঁছাক আর নাই পৌঁছাক S -এর বাধ্যবাধকতা এখানেই শেষ বলে ধরে নেওয়া হবে। B এর পণ্যের ক্ষতি বা হারানোর ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা কভার কিনতে S বাধ্য।	S কে অবশ্যই রপ্তানি ছাড়পত্রের জন্য অর্থ প্রদান ও তা সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু আমদানি ছাড়পত্র বা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে ট্রানজিটের জন্য ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে S বাধ্য নয়। তবে ট্রানজিট এবং/অথবা আমদানির ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নথি এবং/অথবা তথ্য প্রাপ্তিতে S-কে অবশ্যই B-কে সহায়তা করতে হবে। B-এর খরচ বহন করবে।

গ্রেট ব্রিটেনে রপ্তানি

১১
ধাপ

সমন্বিত সিস্টেম কোর্ড এবং পণ্যের শ্রেণীকরণ

প্রো-ফর্মা চালান এবং বিক্রয় চুক্তিতে পণ্যের বর্ণনা করার সময় বিক্রেতাদের অবশ্যই সঠিক পণ্য শ্রেণিবিন্যাস বা হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন অ্যান্ড কোডিং সিস্টেম (HS) কোড অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গ্রেট ব্রিটেনে আমদানির জন্য, প্রতিটি পণ্যের একটি দশ-সংখ্যার HS কোড থাকে, যা ইউনাইটেড কিংডম কমোডিটি কোড (UKCC) (লিংক ১৩) এ দেওয়া আছে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এইচএস কোড (লিংক ১৪)। এর ব্যাখ্যা পরিশিষ্ট ১-এ দেওয়া হয়েছে।

রপ্তানিকারকদের অবশ্যই সঠিক UKCC পণ্য কোড সনাক্ত করতে হবে। HS কোড এবং UKCC শ্রেণিবিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট ১ এর সারণি এ২ দেওয়া বিশদ উদাহরণ দেখুন।

তবে ক্রমশ পণ্যের জটিলতা বৃদ্ধি পেলে এর শ্রেণিবিন্যাস রপ্তানিকারকদের জন্য কঠিন হয়ে উঠতে পারে। একটি সালোয়ার কামিজকে (দোপাট্টা ছাড়া) কীভাবে বর্ণনা এবং সেজন্য প্রযোজ্য পণ্য কোড নির্ধারণ করতে তা বুঝতে বক্স ২ দেখুন।

বক্স ১- সঠিক ইউকে কমোডিটি কোড সনাক্ত করার গুরুত্ব

কেন রপ্তানিকারকদের সঠিক UKCC পণ্য কোড সনাক্ত করা উচিত?

রপ্তানিকারকদের যে দুই কারণে অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চর্চা করতে হবে:

১. ব্রিটিশ বাজারে প্রবেশের জন্য পণ্যগুলোর ওপর প্রযোজ্য শুল্কের হার হিসাব করা।

২. পণ্য রপ্তানি করার আগে নির্দিষ্ট পণ্য ধরে অবশ্য পালনীয় শর্তগুলো বোঝা।

উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারকদের গ্রেট ব্রিটেনে আমদানির জন্য চামড়ার পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস (লিংক ১৬) সম্পর্কে নির্দেশিকা (যা বস্ত্র এবং তৈরি পোশাকের শ্রেণিবিন্যাস গাইডের অনুরূপ) এবং হিজ ম্যাজেস্টিজ রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস দ্বারা জারি করা ট্যারিফ নোটিশও (লিংক ১৭) অনুসরণ করতে হবে।

ট্যারিফ নোটিসে কিছু নির্দিষ্ট পণ্য কিভাবে শ্রেণিবদ্ধ করতে হয় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালের শুল্ক বিজ্ঞপ্তি ২১ (লিংক ১৮) একটি রানিং ভেস্টের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছে। এই হ্যান্ডবুকে উল্লেখিত পণ্যগুলোর জন্য সম্ভাব্য প্রযোজ্য ইউকেসিসিগুলোর একটি সারসংক্ষেপ এই হ্যান্ডবুকের পরিশিষ্ট ১ এর সারণি এ ৩-এ দেওয়া হয়েছে।

বক্স ২ : পণ্যের শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ

একটি সালোয়ার কামিজ (দোপাট্টা ছাড়া) সেটের জন্য পণ্যের শ্রেণিবিভাগ

দোপাট্টা ছাড়া একটি সালোয়ার কামিজে দুটি পোশাক থাকে: একটি সালোয়ার এবং একটি কামিজ। সেটটি হাতে সেলাই করা এবং সিল্কের তৈরি। কিন্তু বোনা বা ক্রোশেটে করা হয় না। গ্রেট ব্রিটেনে আমদানির জন্য টেক্সটাইল এবং তৈরি পোশাক (লিংক ১৫) শ্রেণিবিভাগের নির্দেশিকা অনুসরণ করার পর রপ্তানিকারকরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রতিটি পোশাকের বর্ণনা দিয়ে সম্ভাব্য কোড নির্ধারণ করতে পারেন:

পোশাক	বর্ণনা	সম্ভাব্য কোড
সালোয়ার	শরীরের নিচের অংশ ঢেকে রাখার জন্য তৈরি পোশাক যা সাধারণত ট্রাউজার্স হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়	6204.6990.90
কামিজ	পোশাকটি কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখার জন্য তৈরি। কখনও কখনও সামান্য খাটো হতে পারে। এটি সাধারণত "ড্রেস" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।	6204.4910.00

পণ্যের বিবরণ প্রস্তুত করতে উৎপাদনকারীদের উচিত প্রশ্নসহ পণ্যের বিবরণের ম্যাট্রিক্স পড়া। তাহলে তারা সহজে নিজেদের পণ্যের বর্ণনা দিতে পারবেন। এই হ্যান্ডবুকের পরিশিষ্ট ১ এর সারণি ৩-এ ঐ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে।

১২ ধাপ

রপ্তানির জন্য অর্থায়ন

রপ্তানি লেনদেনের জন্য নিজের নগদ অর্থের প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এজন্য যে, উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারকরা ক্রেতার কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ পাবেন না। একটি রপ্তানি লেনদেন চলার পুরো সময়ের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য বা নগদ অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা দুই ধরনের রপ্তানি অর্থায়ন থেকে উপকৃত হতে পারেন:

- প্রি-শিপমেন্ট অর্থায়ন
- পোস্ট-শিপমেন্ট অর্থায়ন

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি 'এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন প্রি-ফাইনান্স ফান্ড' চালু করেছে। এতে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো এই তহবিলের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক সুদ হারে সম্ভাব্য রপ্তানিকারকসহ রপ্তানিমুখী শিল্প ও উদ্যোগগুলোকে ঋণ সুবিধা দিতে পারে।

কুইক টিপ : আপনার রপ্তানি প্রণোদনা পাওয়ার যোগ্যতা যাচাই করুন

রপ্তানিকারকরা নির্দিষ্ট কিছু খাতে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা বা সরকারের কাছ থেকে রপ্তানি প্রণোদনা পেতে পারেন (লিংক ১৯)। এর মধ্যে রয়েছে:

- SME প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত নিট, বোনা এবং সোয়েটার পণ্য (৪%)
- আরএমজি সেক্টর (০.৫%)
- পাটের চূড়ান্ত পণ্য (৭%)
- বহুমুখী পাটজাত পণ্য (১৫%)
- রপ্তানি খাতের চামড়াজাত পণ্য (১২%)।

নোট: চ্যাপ্টার 6105, 6107, 6109, 6110 এবং 6203 এর অধীনে টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা / নগদ সহায়তা পাওয়ার যোগ্য নয়।

নগদ সহায়তা কীভাবে পেতে হয় তা জানতে আপনার শিল্প সমিতি এবং/অথবা চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে কথা বলুন!

কুইক টিপ: রপ্তানি অর্থায়নের সুযোগগুলো জানুন

রপ্তানিকারকরা তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে রপ্তানি অর্থায়ন পেতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের প্রি এবং পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স আছে। আপনার ব্যবসার জন্য অর্থায়নের সবচেয়ে ভালো উপায়টি জানতে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলুন। প্রযোজ্য সুদের হার, ঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জামানত এবং ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না।

কুইক টিপ: গ্লোবাল ট্রেড হেল্পডেস্কে খোঁজখবর করুন

কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা বুঝতে বাজার নিয়ে কিছু গবেষণা করুন! গ্লোবাল ট্রেড হেল্পডেস্ক (লিংক ১০) প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারকদের আমদানির বাজারে কোনো পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পেতে ও বুঝতে সহায়তা করে। এছাড়া সঠিক ট্যারিফ হার জানা এবং বিভিন্ন ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস, অর্থায়নকারী ও অন্যান্য সম্ভাব্য অংশীদার খুঁজে পেতে সাহায্য করে এই হেল্প ডেস্ক। এটি ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবস্থাসমূহ এবং আইপিআর নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য মেধা স্বত্ত্ব (আইপিআর) অফিসের বিশদ তথ্য সরবরাহ করে।

চিত্র ১: ইউকের ডেভেলপিং কান্ট্রি ট্রেডিং স্কিম এর সারসংক্ষেপ

ইউনাইটেড কিংডম ডেভেলপিং কান্ট্রিস ট্রেডিং স্কিম

ইউনাইটেড কিংডম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিম (ডিসিটিএস) এর আওতায় বাংলাদেশ একটি 'কমপ্রিহেনসিভ প্রেফারেন্স' কান্ট্রি। এর অর্থ বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা ৯৯.৮ % পণ্যের ক্ষেত্রে শূন্য বা হ্রাসকৃত শুল্ক হার পেতে পারে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়া সবকিছু এর মধ্যে পড়ে। ডিসিটিএস গাইডে (লিংক ২০) রপ্তানিকারকদের এই সুবিধা দাবি করার জন্য চারটি ধাপ অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে যা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রযোজ্য শুল্ক

এই অধ্যায়ের ১১তম ধাপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সঠিক এইচএস কোড সনাক্ত করার পরে উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারকরা নিজেরাই প্রযোজ্য কর, শুল্ক, মান এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তগুলো নির্ধারণ করতে পারবেন। উৎপাদনকারী এবং/অথবা রপ্তানিকারকরা প্রযোজ্য শুল্ক হার নির্ধারণ করতে ইউকে ইন্টিগ্রেটেড অনলাইন ট্যারিফ টুল (লিংক ২১) এ-ও দ্রুত অনুসন্ধান চালাতে পারেন। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, পণ্যের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের শুল্কের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেতে এই হ্যান্ডবুকের পরিশিষ্ট ১ এর প্রাসঙ্গিক বিভাগটি পড়ুন।

রুল্‌স অব অরিজিন

উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারকরা অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা পেতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কাঁচামাল অন্যান্য দেশ থেকে কিনেও কোন পণ্য বাংলাদেশি বলে দাবি করতে পারে তা রুল্‌স অব অরিজিনে নির্দিষ্ট করা থাকে। উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারকদের অবশ্যই আমদানি করা কাঁচামালের মূল্য, খরচ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার দালিলিক প্রমাণ দেখাতে হবে। পণ্যের উৎস নির্ধারণের মানদণ্ড সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট ১ এর প্রাসঙ্গিক বিভাগটি পড়ুন।

বক্স ৩: বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদায় পরিবর্তন

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে (LDC) উত্তরণ

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। যার সুবাদে দেশটি 'বিস্তৃত অগ্রাধিকারমূলক' সুবিধা পায়। তবে বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে এলডিসি পর্যায় থেকে উপরের ধাপে উন্নীত হবে। এলডিসি পর্যায় থেকে উত্তরণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলো ডিসিটিএস -এর আওতায় 'বর্ধিত অগ্রাধিকারমূলক ' স্তরের শ্রেণিতে চলে যায়। ডিসিটিএস -এর আওতায় ওই দেশগুলোকে 'বর্ধিত অগ্রাধিকারমূলক ' স্তরে উন্নীত হতে প্রস্তুতির জন্য তিন বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময় দেওয়া হয়। তাই রপ্তানিকারকরা ২৪ নভেম্বর, ২০২৯ পর্যন্ত 'বিস্তৃত অগ্রাধিকারমূলক ' স্তরের অধীনেই সুবিধা পেতে থাকবেন।

রপ্তানির ওপর এলডিসি স্তর থেকে উত্তরণের প্রভাব সম্পর্কে আরও জানতে পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

মান এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তাবলী

এই হ্যান্ডবুকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পণ্যগুলো রপ্তানি করার জন্য প্রযোজ্য মান এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মান এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আমদানি শর্তাবলী সংক্রান্ত ডিসিটিএস নির্দেশিকায় (লিংক ২২) সব শর্ত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে যা ব্যবসায়ীদের জন্য খুব কাজের হবে।

ডিসিটিএস -এর আওতায় অগ্রাধিকার দাবি করা

অগ্রাধিকার দাবি করার জন্য, বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এটি পাওয়ার যোগ্য। তাদের এজন্য ফর্ম A (লিংক ২৩) পূরণ করে পণ্যের উৎস (আরওও) বিষয়ে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। রপ্তানিকারকদের মনে রাখতে হবে, ডিসিটিএস -এর আওতায় অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক হার দাবি করার জন্য দালিলিক প্রমাণ দেখানো বাধ্যতামূলক। কোন পণ্য এ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে বাংলাদেশ রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ (লিংক ২৪) দেখুন, যা বাংলায় দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পরবর্তী রপ্তানি নীতি ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত রপ্তানি নীতি কার্যকর থাকবে। রপ্তানিকারকদের জন্য ফর্ম A পূরণ করেই উৎসের বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

বাস্তব চর্চার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি অবশ্য বিক্রয় চুক্তি নিয়ে আলোচনা এবং তা স্বাক্ষর করার আগেই সম্পন্ন হয়। এরপর দেখতে হয় নির্বাচিত পণ্যগুলো গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবসায়ীদের আমদানি করার অনুমোদন আছে কিনা। রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন সহায়ক দালিলিক প্রমাণ দেখাতে বলা হতে পারে। এর মধ্যে থাকবে আনুষঙ্গিক সামগ্রীগুলোর ক্রয়, ব্যয়, মূল্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পণ্য ও আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোর উৎস বিষয়ক তথ্য। এ বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য এই হ্যান্ডবুকের পরিশিষ্ট ৪ এর প্রাসঙ্গিক বিভাগটি পড়ুন।

কুইক টিপ: আপনার পণ্যের রপ্তানি যোগ্যতা যাচাই করুন

পাঠকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, এই হ্যান্ডবুকের অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলো বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি এবং গ্রেট ব্রিটেনে আমদানি করা যেতে পারে। তবে রপ্তানিকারকরা যেন অনুরূপ এবং নতুন কিছু পণ্যের (যা হয়তো একই কোডের মধ্যে পড়তে পারে) উপযুক্ততা যাচাই করতে নিজেদের চেম্বার অব কমার্স বা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলেন। বাংলাদেশের পরবর্তী রপ্তানি নীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারেও রপ্তানিকারকদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

২ পণ্য ও উৎপাদনের শর্ত পূরণ

ব্যবসা নিবন্ধিত হওয়া এবং রপ্তানি করার যোগ্যতা অর্জনের পর পরবর্তী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হলো গ্রেট ব্রিটেনে সফলভাবে রপ্তানির জন্য পণ্য ও উৎপাদনের সব শর্ত পূরণ করা। পণ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের জন্য দুটি শর্ত প্রযোজ্য। প্রথমটি ব্রিটিশ আইন, বিধি ও প্রবিধানের অধীনে প্রদত্ত বাধ্যতামূলক শর্ত, যা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি স্বেচ্ছামূলক সনদপত্র, যা আইনে বাধ্যতামূলক না হলেও ক্রেতা ও ভোক্তারা দাবি করে থাকে। এটি হ্যান্ডবুকের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আইনি শর্তের ছয়টি ক্যাটাগরি রয়েছে, যা উৎপাদনকারীদের পণ্য রপ্তানির আগে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

- পণ্যের নিরাপত্তা
- বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যবহার
- আইপিআর
- পণ্যের স্থায়িত্ব ও পরিবেশবান্ধব হওয়া
- পণ্য প্যাকেজিং
- পণ্য লেবেলিং

উৎপাদনকারীদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে পণ্য, ডিজাইন এবং ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি ক্যাটাগরির শর্ত ভিন্ন হয়।

এই শর্তগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রযোজ্য। কিছু শর্ত শুধুমাত্র কাঁচামালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। বাকিগুলো উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে। আপনার সরবরাহকারী আইনি শর্তগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন প্রাসঙ্গিক নথি সরবরাহ করেন তা নিশ্চিত করুন।

© Shutterstock.com

পণ্যের নিরাপত্তা

সাধারণ পণ্য নিরাপত্তা

গ্রেট ব্রিটেন তার বাজারে শুধুমাত্র 'নিরাপদ পণ্য' বিক্রির অনুমতি দেয়। এর অর্থ কী? গ্রাহক দোকান থেকে কোনো পণ্য কেনার পর তা ব্যবহারে তার স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ঝুঁকি থাকতে পারবে না। 'জেনারেল প্রডাক্ট সেফটি রেগুলেশনস ২০০৫' এর বিধিগুলো গ্রাহকের কেনার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব পণ্যের জন্য প্রযোজ্য। টি-শার্ট, মানিব্যাগ, হ্যান্ডব্যাগ এবং গৃহসজ্জার উপকরণ এই জাতীয় পণ্যের উদাহরণ।

সব পণ্যের সঙ্গে মানবস্বাস্থ্যের জন্য পরোক্ষ ঝুঁকি এবং এর ব্যবহার থেকে সুরক্ষা ও এ ধরনের পরোক্ষ ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য থাকা নিশ্চিত করুন। এসব তথ্য পণ্যের লেবেলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পণ্য নিরাপত্তা অনুশীলনের কিছু নির্দেশনা বক্স–৪–এ রয়েছে। পণ্য অনিরাপদ হলে কী হবে, সে সম্পর্কে আরও জানতে এই হ্যান্ডবুকের পরিশিষ্ট–২–এর প্রাসঙ্গিক বিভাগ দেখুন।

বক্স–৪: পণ্য নিরাপত্তা যাচাই

পণ্য নিরাপদ কি না তা পরীক্ষা করার সময় কর্তৃপক্ষ কী বিবেচনা করে?

- পণ্য তৈরির উপকরণ এবং গঠনের বিন্যাস
- প্যাকেজিং ও যত্নের জন্য নির্দেশনাবলী এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যবহার ও ধ্বংসের জন্য লেবেলিং, সতর্কতা ও নির্দেশাবলী
- অন্য পণ্যের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করলে কী প্রভাব পড়ে
- পণ্যটির ব্যবহার কারও জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিনা যেমন: শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি।

বক্স ৫: পণ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশকৃত অনুশীলন

পণ্য নিরাপত্তা আইন মান্য করা

- **রেকর্ড রাখুন:** রপ্তানিকৃত পণ্য বিষয়ক সব প্রযুক্তিগত তথ্য নথিভুক্ত করুন। যেমন -পণ্যের নকশা, ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী, পণ্য কোড এবং উৎপাদনের ব্যাচ ইত্যাদি। পাঁচ বছরের জন্য এর একটি ছাপা বা ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ করুন।
- **নিরাপত্তা নির্দেশিকা:** পণ্যের সঙ্গে এটি নিরাপদে ব্যবহার করা বিষয়ে একটি নির্দেশনা কার্ড যুক্ত করুন।
- **নির্ধারিত মান অনুসরণ করা (যেখানে প্রযোজ্য):** নির্ধারিত মান (লিংক ২৫) অনুসরণের বিষয়টি উৎপাদনকারীদের পণ্য সুরক্ষা আইন মেনে চলা হচ্ছে তা দেখাতেও সহায়তা করে । প্রযোজ্য নির্ধারিত মান সম্পর্কে আরও জানুন এখানে (লিংক ২৬)।
- **প্রোডাক্ট সেফটি অ্যালার্ট:** অফিস ফর প্রোডাক্ট সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস (লিংক ২৭) নিয়মিতভাবে প্রোডাক্ট সেফটি অ্যালার্ট, রিপোর্ট করা এবং পণ্য প্রত্যাহারের বিষয় (লিংক ২৮) প্রকাশ করে। উৎপাদনকারীদের অবশ্যই পণ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বড় সমস্যাগুলো বুঝতে এগুলো দেখতে হবে এবং তার ভিত্তিতে পণ্যের নকশায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।

রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিবন্ধন, মূল্যায়ন, অনুমোদন এবং বিধিনিষেধ

চামড়া, বস্ত্র বা তৈরি পোশাক উৎপাদন করতে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং অন্যান্য পদার্থে এমন বিষাক্ত উপাদান থাকতে পারে যা মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো সাবস্ট্যান্সেস অব ভেরি হাই কনসার্ন (SVHCs) নামে পরিচিত। SVHC সম্পর্কে আরও জানতে **বক্স ৬** দেখুন।

রেজিস্ট্রেশন, ইভ্যালুয়েশন, অথরাইজেশন অ্যান্ড রেসট্রিকশন অব কেমিক্যালস (REACH) শীর্ষক বিধিনিষেধে SVHC পণ্য বিষয়ক নিয়মনীতি এবং এগুলোর ব্যবহারের নীতি তুলে ধরা হয়েছে। এটি বিভিন্ন পণ্য তৈরি বা উৎপাদন করতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, জুয়েলারি পণ্যগুলোতে (লিংক ২৯) সিসার ঘনত্ব ওজন অনুসারে ০.০৫ শতাংশের সমান বা তার বেশি হওয়া উচিত নয় এবং ক্যাডমিয়ামের ঘনত্ব ০.০১% (কেজিতে ১০০ মিগ্রা) এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

SVHC দ্রব্যের ব্যবহার এবং এই হ্যান্ডবুকে বর্ণিত সাধারণত পাওয়া যাওয়া SVHC বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট ২ এর REACH সংক্রান্ত বিভাগটি দেখুন।

REACH কমপ্লায়েন্স

এই হ্যান্ডবুকে উল্লেখ করা সমস্ত পণ্য ব্রিটিশ বাজারে প্রবেশ করার আগে অবশ্যই REACH মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। REACH মানা হয়েছে এমন প্রত্যয়িত কাঁচামাল কিনুন এবং সরবরাহকারীরা যেন চালান রশিদ এবং পরীক্ষার সনদপত্র দেয় তা নিশ্চিত করুন। এসব সনদপত্র এটা নিশ্চিত করবে যে রাসায়নিক এবং বিপজ্জনক পদার্থগুলোর ব্যবহার অনুমোদিত সীমার মধ্যে ছিল। REACH বিষয়ে পরিদর্শনের নিয়ম থাকলে চালান ও এবং পরীক্ষার সনদপত্রগুলো সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

বক্স ৬: এসভিএইচসি কী?

একটি উপাদান SVHC হয় তখনই যখন:

- এটি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে বা প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।
- এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিবেশে বিরাজমান থাকে।
- এটি মানবদেহের অভ্যন্তরে জমা হয়ে সেখানে থেকে যায়।

উদাহরণস্বরূপ: কাপড়ে একটি আবরণমূলক প্রলেপ দেওয়ার জন্য উৎপাদনকারীরা UV-320, UV-327, UV-328 এবং UV-350 এর মতো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেন যাতে বেনজোট্রিয়াজল যৌগ থাকে। এগুলো বিষাক্ত, দীর্ঘস্থায়ী এবং পরিবেশে জমা হতে থাকে। ক্রমাগতভাবে এই রাসায়নিকগুলোর সংস্পর্শে আসা মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। এ কারণে এগুলোকে SVHC শ্রেণিতে ফেলা হয়।

বক্স ৭: বাংলাদেশে REACH যাচাই

QIMA (লিংক ৩০) এবং SGS (লিংক ৩১) হচ্ছে বাংলাদেশে REACH যাচাই পরিষেবা প্রদান করা দুটি তৃতীয় পক্ষের ল্যাবরেটরি।

জৈবনাশকের ব্যবহার

জৈবনাশক ক্ষতিকর প্রাণী বা উদ্ভিদ যেমন ছত্রাক ও পোকামাকড়কে ধ্বংস করে এবং এদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে প্রাণী ও মানুষকে রক্ষা করে। পোকা প্রতিরোধী ওষুধ ও কাঠ সংরক্ষণে ব্যবহৃত পণ্য এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পোশাক ও চামড়াজাত পণ্যে ডাইমিথাইল ফিউমারেট, চামড়ার ছত্রাকনাশক উপকরণ ও অর্গানোটিন যৌগের মতো জৈবনাশক থাকতে পারে। কোনো ধরনের অণুজীবঘটিত ক্ষতি রোধেও চামড়াজাত পণ্যে জৈবনাশক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেসব পণ্যে জৈবনাশক ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় 'ট্রিটেড আর্টিকেলস'। জৈবনাশক উপাদানগুলো সরাসরি মানুষ বা প্রাণীর ওপর প্রয়োগ করা হয় না। তবে মানুষের ব্যবহৃত পণ্যে প্রায়ই এসব উপাদান পাওয়া যায়। এ ধরনের সব জৈবনাশক পদার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এই নির্দেশিকাটি পড়ুন (লিংক ৩২)।

এই হ্যান্ডবুকে যেসব পণ্যের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো 'ট্রিটেড আর্টিকেলস' হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই পণ্যের কাঁচামালে জৈবনাশক ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে উৎপাদনকারীকে অবশ্যই সরবরাহকারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

পারসিসটেন্ট অর্গানিক পল্যুটেন্টস

পারসিসটেন্ট অর্গানিক পল্যুটেন্টস (পিওপিএস) হচ্ছে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ যা সহজে ভেঙে যায় না। এটি দীর্ঘ সময় ধরে পরিবেশে টিকে থাকতে পারে; বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে; মাছ, পাখি ও প্রাণীর শরীরে জমে থাকতে পারে এবং মানবস্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ডিডিটি, এন্ডোসালফান, অলড্রিন ও এলড্রিন উল্লেখ্যযোগ্য। কীটনাশক ও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থে পিওপিএস থাকে। ব্রিটেনে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ, তবে বস্ত্র তৈরির মতো কাজসহ কিছু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে পিওপির নগন্যমাত্রার দূষণ শনাক্ত হলে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। অনিচ্ছাকৃত দূষণের অনুমোদনযোগ্য সীমার তালিকা পেতে এই নির্দেশিকাটি পড়ুন (লিংক ৩৩)।

উৎপাদনকারীকে অবশ্যই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাঁচামালে কোনো ধরনের পিওপিএস না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আর কাঁচামালে পিওপিএস ব্যবহার করে থাকলেও তা কোনোভাবেই যাতে অনিচ্ছাকৃত দূষণের অনুমোদনযোগ্য সীমা অতিক্রম না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে সরবরাহকারীর সঙ্গে উৎপাদনকারীকে আলোচনা করতে হবে এবং সরবরাহকৃত কাঁচামালে পিওপিএস আছে কি না, তা দৈবচয়ন ভিত্তিতে হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষা করতে হবে।

রাতের পোশাকের নিরাপত্তা

১৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের রাতের পোশাক অবশ্যই এমন তন্তুর কাপড় দিয়ে তৈরি করতে হবে যা দাহ্যতার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে। পায়জামা, খুব ছোট শিশুদের পোশাক ও সুতি টেরি টাওয়েলের তৈরি বাথরোব এই শর্তের আওতাধীন নয়। তবে এসব কাপড়ে উপযুক্ত লেবেল থাকতে হবে, যেখানে কাপড়ের উপকরণসহ বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের পোশাকের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত লেবেলিংয়ের শর্ত মেনে চলতে হবে। দাহ্যতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য বিভাগ-৩ এর পরিশিষ্ট-২ পড়ুন।

বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে উৎপাদিত পণ্য

কিছু পণ্য এমন বিরল কাঁচামাল দিয়ে তৈরি, যার উৎস পৃথিবী থেকে একেবারেই হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণী। 'দ্য কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেঞ্জারড স্পিসিস অব ওয়াইল্ড ফনা অ্যান্ড ফ্লোরা' (সিআইটিইএস) শীর্ষক আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় এ ধরনের কাঁচামালের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

সিআইটিইএসের আওতায় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকির মাত্রার ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদ ও প্রাণীকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। পুরোপুরি বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা প্রজাতিগুলোর নাম পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য এর তাৎপর্য কী, তা জানতে বক্স ৮ দেখুন। যদি কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণীকে পরিশিষ্ট ২ বা ৩-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে সেগুলো বিলুপ্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে নেই; তবে এর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, পণ্যটি রপ্তানির আগে অবশ্যই অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে এবং রপ্তানির পারমিট বা লাইসেন্স নিতে হবে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য উভয় দেশই সিআইটিইএস কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী। এর অর্থ হলো উভয় দেশ এবং দেশগুলোর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সিআইটিইএসের শর্ত মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশে সিআইটিইএস প্রয়োগের দায়িত্বে রয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। যদি আপনার পণ্য পরিশিষ্ট ২ ও ৩-এর অন্তর্গত কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের উপাদান থেকে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে অনুমোদন নিতে হবে।

বক্স ৮: সিআইটিইএস বাস্তবায়নের উদাহরণ

আপনি কি জানতেন?

বাংলাদেশের চিতাসদৃশ প্রাণী লেপার্ড বিপন্ন হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে! এদের সিআইটিইএসের পরিশিষ্ট ১-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কেউ চিতাবাঘের কিছু দিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না।

একজন উদ্যোক্তার জন্য এর অর্থ কী? হ্যান্ডব্যাগ, মানিব্যাগ ও পোশাকের মতো যেকোনো পণ্য বানানোর ক্ষেত্রে চিতাবাঘের পশম ব্যবহার করা যাবে না।

কুইক টিপ: সিআইটিইএস দেখুন

কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ সিআইটিইএসের কোনো ধরনের তালিকার মধ্যে পড়েছে কি না, তা জানতে এই লিংকে ক্লিক করুন (লিংক ৩৪) এবং অনুসন্ধান বারে ওই উদ্ভিদ বা প্রাণীটির নাম লিখুন!

মেধাস্বত্ত্বের অধিকার বা ইন্টালেকচ্যুয়াল প্রোপার্টি রাইটস (আইপিআর)

এই হ্যান্ডবুকে উল্লেখ করা প্রতিটি পণ্যের ধারণা অনন্য। একটি ধারণাকে বাজারে বিক্রির উপযোগী পণ্যে পরিণত করতে সৃজনশীলতা, মাসের পর মাস গবেষণা, অনন্য নকশা এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের ব্যবহার করতে হয়েছে। আইপিআর নামের আইনটি (লিংক ৩৫) এসব সৃষ্টিশীল কাজকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। অনেক ধরনের আইপিআর আছে এবং প্রত্যেকটির কার্যক্রম ভিন্ন। এগুলো হলো পেটেন্ট (লিংক ৩৬), কপিরাইট (লিংক ৩৭), ডিজাইন বা নকশা (লিংক ৩৮), ট্রেডমার্ক (লিংক ৩৯), ভৌগোলিক পরিচয় নির্দেশক বা জিআই (লিংক ৪০) ও ট্রেড সিক্রেটস trade secrets (লিংক ৪১)।

পোশাক, গৃহসজ্জা ও চামড়ার হ্যান্ডব্যাগের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের ব্রিটেনের উৎপাদনকারীদের আইপিআরের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। যদি তা অমান্য করা হয়, তাহলে রপ্তানিকৃত পণ্য বাজারে প্রবেশের অনুমতি না-ও মিলতে পারে। এর অর্থ, উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের ব্রিটেনের আইপিআরের নিয়ম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

বাংলাদেশেও নিজস্ব অনন্য পণ্যের স্বত্ব রক্ষার সুযোগ রয়েছে। এ জন্য বাংলাদেশি উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের অবশ্যই সঠিক আইপিআর নিবন্ধনের আবেদন করে তা সংগ্রহ করতে হবে। লাইসেন্স পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী বা প্রস্তুতকারক তার মেধাসম্পদের অধিকার চর্চা করতে পারবেন। ফলে অন্য কেউ অনুমতি ব্যতীত তাঁর অনুরূপ পণ্য উৎপাদন, বিক্রি অথবা আমদানি করতে পারবে না।

নারীদের এক্সেসরিজ ও হাতে তৈরি গৃহসজ্জার পণ্যগুলোর অনন্য ব্র্যান্ড (ট্রেডমার্ক দ্বারা সুরক্ষিত) ও ডিজাইন (ডিজাইন দ্বারা সুরক্ষিত) রয়েছে। এই বিভাগে ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক, কীভাবে বাংলাদেশে আপনার আইপিআর রক্ষা করবেন এবং রপ্তানিকৃত পণ্য ব্রিটেনের আইপিআর সুরক্ষা লঙ্ঘন করলে কী পরিণতি হবে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ট্রেডমার্কস

ট্রেডমার্কস হলো এমন চিহ্ন, যা একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার সঙ্গে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার পার্থক্য নির্দেশ করে। দৃশ্যমান চিহ্ন (লিংক ৩৯) যেমন অক্ষর, শব্দ, সংখ্যা, চিত্র ও প্রতীক ব্যবহার করে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন নেওয়া যেতে পারে। পণ্যের আকৃতি ও মোড়কের ক্ষেত্রেও এটি দেওয়া হয়ে থাকে। আইপিআরের অন্যান্য ধরনের মতো সংশ্লিষ্ট দেশে ট্রেডমার্কেরও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ট্রেডমার্কের সুরক্ষার জন্য ট্রেডমার্ক নিবন্ধকের কাছে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

ট্রেডমার্ক নিবন্ধন হওয়ার পর এর মালিক নিবন্ধনের একটি সনদপত্র পেয়ে থাকেন, যা পরবর্তী সাত বছর পর্যন্ত ওই ট্রেডমার্কের ওপর তার একচ্ছত্র অধিকার নিশ্চিত করে। প্রয়োজনীয় ফি দিয়ে ট্রেডমার্কের লাইসেন্স সময়ে সময়ে নবায়ন করা যায়। সংশ্লিষ্ট মালিক একচ্ছত্রভাবে ওই ট্রেডমার্ক ব্যবহার করতে পারেন। এর মানে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ এই ট্রেডমার্ক ব্যবহার করতে পারবে না। বিকল্প হিসেবে সংশ্লিষ্ট মালিক একটি লাইসেন্স ফি'র বিনিময়ে তৃতীয় পক্ষকে ওই ট্রেডমার্ক ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবেন।

একাধিক দেশে ট্রেডমার্কের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দুটি উপায় আছে। জাতীয় রুটের আওতায় একজন আবেদনকারীকে তিনি যেসব দেশে নিজের ব্র্যান্ড নামের সুরক্ষা নিশ্চিতে নিবন্ধন করতে চান সেখানে পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে। আর আন্তর্জাতিক রুটের আওতায় মাদ্রিদ সিস্টেম (লিংক ৪২) ব্যবহার করে আবেদনকারীকে শুধু একটি আবেদন করতে হবে। এর মাধ্যমে ১৩০টি দেশে তাঁর ব্র্যান্ড নামের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

কুইক টিপ: আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলুন

নিজের ব্র্যান্ডের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের ব্যয় ও সুবিধার দিকগুলো বোঝার জন্য একজন মেধাস্বত্ত্ব অধিকার বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নিন।

কুইক টিপ: কৌশলী হোন

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিটি আবেদন ব্যয়সাপেক্ষ। বিভিন্ন দেশে নিবন্ধনের আবেদন করার খরচ ও সম্ভাব্য সুবিধা সম্পর্কে অবশ্যই আগে ভালো করে খোঁজখবর করুন। বাংলাদেশ এখনো স্বল্পোন্নত দেশ বলে ট্রেডমার্কের সুরক্ষায় মাদ্রিদ সিস্টেম ব্যবহার করলে আপনি ফি'র ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পেতে পারেন! বিস্তারিত জানতে এই লিংকে (লিংক ৪২) ক্লিক করুন।

ডিজাইন

ডিজাইন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ত্রিমাত্রিক (পণ্যের আকার বা মাপজোঁক) অথবা দ্বিমাত্রিকভাবে (রঙ, বিন্যাস এবং প্যাটার্ন) পণ্যকে প্রাণবন্ত করে। এগুলো পণ্যের 'আলঙ্কারিক দিক' (লিংক ৩৮) অর্থাৎ পণ্যের নান্দনিকতা ও বাহ্যিক চেহারার বিষয়। বাংলাদেশে ডিজাইন সুরক্ষায় পেটেন্টস, ডিজাইনস অ্যান্ড ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রার বরাবর নিবন্ধন ফিসহ আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই বক্স–৯–এ উল্লেখিত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে।

ডিজাইন নিবন্ধিত হয়ে গেলে আবেদনকারী একটি 'নিবন্ধনের সনদ' পান। সনদটি নিবন্ধনকারীকে ১০ বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিজাইনের উপর একক মালিকানাস্বত্ত্ব দেয়। নিবন্ধনকারী পেটেন্টস, ডিজাইনস অ্যান্ড ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রার বরাবর নবায়ন আবেদন জমা দিয়ে পরবর্তী সময়ে ডিজাইন নবায়ন করতে পারেন।

সাধারণত নিবন্ধনের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আবেদনকারী একজন আইপিআর এজেন্ট ভাড়া করেন। এজেন্টকে প্রদেয় ফি নির্ধারিত হয় আবেদন কতটা জটিল, তার ভিত্তিতে।

ডিজাইনের সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার পর এর স্বত্ত্বের অধিকারী ওই ডিজাইন নকল বা ব্যাপকভাবে অনুলিপি করে (লিংক ৪৪) পণ্য উৎপাদন, বিক্রি এবং/অথবা আমদানি করা থেকে অন্যদের বিরত করতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে, সেটা হলো, যেকোনো ডিজাইনের সুরক্ষা আঞ্চলিক। অর্থাৎ ডিজাইনটি শুধুমাত্র সেই দেশে সুরক্ষিত, যেখানে এটি নিবন্ধিত। একাধিক দেশে ডিজাইনের

সুরক্ষা পেতে দুটি বিকল্প রয়েছে। জাতীয় পর্যায় থেকে একজন আবেদনকারী কাঙ্ক্ষিত দেশগুলোয় পৃথক পৃথক আবেদন জমা দিতে পারেন। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আবেদনকারী হেগ সিস্টেম (লিংক ৪৫) ব্যবহার করে একটিমাত্র আবেদন জমা দিতে পারেন। এতে ৯০টির বেশি দেশে ডিজাইনের সুরক্ষা পাওয়া যাবে।

বক্স : ৯ ডিজাইন সুরক্ষা চাওয়ার শর্ত

ডিজাইন সুরক্ষায় তিন প্রয়োজনীয় শর্ত

১. ডিজাইন হতে হবে নতুন। প্রকাশিত ডিজাইনগুলোর মধ্যে একই রকম ডিজাইন থাকা চলবে না।

২. ডিজাইন অবশ্যই হতে হবে মৌলিক। অর্থাৎ তা বিদ্যমান কোনো ডিজাইনের অনুলিপি হবে না।

৩. এটি শিল্পে তৈরি বা ব্যবহৃত হতে পারে।

কুইক টিপ: আপনার পণ্যকে স্বতন্ত্র করে তুলুন

১. গ্রেট ব্রিটেনে উপযুক্ত বাজার খুঁজে পাওয়ার পর আপনার প্রতিযোগীদের পণ্যগুলো নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করুন এবং কীভাবে নিজের পণ্যকে স্বতন্ত্র করে তোলা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা করুন।

২. গোপনীয়তার চুক্তি না করে নতুন উদ্ভাবন বা পণ্যের ডিজাইন কখনোই কোনো রপ্তানিকারক এজেন্ট, সম্ভাব্য বাণিজ্যিক অংশীদার কিংবা বিতরণকারীর কাছে প্রকাশ করবেন না (লিংক ৪৩)। গোপনীয়তার চুক্তি ছাড়া তথ্য আদানপ্রদান করলে আপনি নিজের ডিজাইনের মেধাস্বত্ত্ব দাবি করার অধিকার হারাতে পারেন।

কুইক টিপ: সফল বিক্রয় চুক্তির আলোচনার জন্য প্রস্তুতি

১. আপনার ট্রেডমার্ক এবং ডিজাইন নিবন্ধনের বিবরণ বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না। আমদানিকারক বা পরিবেশক যেসব শর্তে আপনার ট্রেডমার্ক এবং/অথবা ডিজাইন ব্যবহার পারবে তা এবং এ ধরনের ব্যবহারের জন্য আপনি আলাদা একটি চুক্তি করতে চান কিনা তা তাদেরকে বলুন।

২. আমদানিকারক বা পরিবেশক যদি চায় যে আপনি গ্রেট ব্রিটেনে নিবন্ধিত একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড নাম বা ডিজাইন ব্যবহার করুন, তাহলে নিশ্চিত হয়ে নিন যে তারা এজন্য এমন লাইসেন্স বা অনুমোদন ইস্যু করবে, যা কমপক্ষে আপনার সঙ্গে বিক্রয় চুক্তির পুরো সময়জুড়ে বলবৎ থাকবে।

কোনো অনুমোদন না থাকলে কী ঘটবে? আইপিআর লঙ্ঘন সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য নিচে দেখুন।

আপনি যদি মেধাস্বত্ত্ব লঙ্ঘন করেন তাহলে কী হবে?

যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সুরক্ষিত কোনো আইপিআর পূর্বানুমতি ছাড়াই ব্যবহার করে তখন আইপিআর লঙ্ঘন হয়। ধরুন, আপনি বাংলাদেশে 'হাইড অ্যান্ড হেয়ার' ব্র্যান্ড নামে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ তৈরি করে বিক্রি করেন। 'হাইড অ্যান্ড হেয়ার' নামে গ্রেট ব্রিটেনেও স্বনামধন্য একটি ব্র্যান্ড আছে। সে ক্ষেত্রে আপনি একই ব্র্যান্ড নামে গ্রেট ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানি করতে চাইলে এজন্য লাইসেন্স বা অনুমোদন আকারে পূর্বানুমতি নিতে হবে। অনুমতি না নিয়ে হ্যান্ডব্যাগ রপ্তানি করলে আপনি গ্রেট ব্রিটেনভিত্তিক হ্যান্ডব্যাগ কোম্পানি হাইড অ্যান্ড হেয়ারের সংরক্ষিত অধিকার 'লঙ্ঘন' করবেন। কারণ, গ্রেট ব্রিটেনে ব্র্যান্ডটি আগেই সংরক্ষিত।

আইপিআর লঙ্ঘন একটি গুরুতর অপরাধ। জাল এবং নকল পণ্যের প্রবেশ ঠেকাতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বন্দরে এ ধরনের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেয়। কাস্টমস কর্তৃপক্ষের যদি সন্দেহ হয় যে আপনার পণ্য গ্রেট ব্রিটেনে নিবন্ধিত কোনো আইপিআর (ট্রেডমার্ক এবং ডিজাইনসহ) লঙ্ঘন করেছে, তাহলে তারা পণ্য জব্দ, এমনকি ধ্বংস করার অধিকার রাখে। বিষয়টি অবিলম্বে পণ্যের অধিকারে থাকা পক্ষ বা আমদানিকারককে জানানো হবে। গ্রেট ব্রিটেনের আইপিআর ধারক যদি কোনো অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে কি না এবং পণ্যটি ধ্বংসের ব্যাপারে কোনো ঐকমত্য হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে ব্যর্থ হন তাহলে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে পণ্যটি বাজারে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পণ্য টেকসই হওয়া

পরিবেশ আইন–২০২১–এ (লিংক ৪৬) উল্লেখ করা হয়েছে, বনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য (ফরেস্ট রিস্ক কমোডিটিজ বা এফআরসি) কিংবা এফআরসি ব্যবহার করে তৈরি পণ্য বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এ ধরনের পণ্য বন উজাড়ে ভূমিকা রাখে। বক্স–১০–এ এফআরসি সম্পর্কে আরও জানুন।

গ্রেট ব্রিটেনে পণ্য সরবরাহকারী যেসব ব্যবসায়ীর বৈশ্বিক টার্নওভার ৫ কোটি পাউন্ডের বেশি তাদের অবশ্যই এফআরসি স্কিম মেনে চলতে হবে। যেসব উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে বক্স–১০–এ উল্লেখ করা এফআরসির ব্যবহার বার্ষিক ৫০০ টনের সীমা অতিক্রম করে না, তারা ছাড়ের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যদি একটি পণ্য এফআরসি কিংবা এফআরসি ব্যবহার করে উৎপাদিত হয় এবং উপরোক্ত মানদণ্ড পূরণ করে, তাহলে কী হবে?

.আমদানিকারক অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পণ্যটি শনাক্ত ও এর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে একটি অনুসন্ধান চালাবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আইনগুলো লঙ্ঘনের ঝুঁকি নিরূপণ এবং কীভাবে সেই ঝুঁকি এড়ানো যায়, তা নির্ধারণ করবে। পণ্য-সম্পর্কিত স্থানীয় আইনগুলোর উদাহরণ হলো জমির ব্যবহার এবং মালিকানা সংক্রান্ত আইন।

উৎপাদনকারীদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের পণ্য স্থানীয় আইনের শর্তগুলো পূরণ করে এবং তা থেকে বন উজাড়ের ঝুঁকি খুবই কম। আসন্ন এফআরসি স্কিমে উৎপাদনকারীদের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে রেকর্ড সংরক্ষণ করার বিধান থাকতে পারে।

বক্স–১০: ফরেস্ট রিস্ক কমোডিটি কী?

ফরেস্ট রিস্ক কমোডিটি কী?

- পণ্যটি গাছ, প্রাণী কিংবা জীবিত কোনো স্বত্তা থেকে তৈরি এবং
- বন উজাড় করে কৃষিজমি বানিয়ে সেখানে পণ্যটি উৎপাদন করা হয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেনের ২০২৪ সালের প্রথম দিকে একটি এফআরসি স্কিম (লিংক ৪৭) প্রবর্তন করার কথা, যার আওতায় নিম্নোক্ত উপকরণ ও এগুলো থেকে প্রাপ্ত পণ্য এফআরসি হিসেবে ধরা হবে:

- ডেয়ারি-বহির্ভূত গবাদিপশুজাত পণ্য (মাংস ও চামড়া)
- কোকোয়া
- সয়া
- পাম

কুইক টিপ: উৎপাদকেরা কীভাবে টেকসই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে?

- সরবরাহকারীর সঙ্গে তাদের কাঁচামালের উৎস এবং কীভাবে তাদের আরও বনবান্ধব করা যায় সে সম্পর্কে কথা বলুন।
- গুরুত্বপূণ্য তথ্যের রেকর্ড রাখুন। এর মধ্যে থাকবে প্রতিটি সরবরাহকারীর কাছ থেকে ক্রয়ের তথ্য, তাদের নিজেদের সম্পর্কে তথ্য যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম, মালিকের নাম, ঠিকানা, ট্রেডমার্ক, ইমেইল এবং ওয়েব ঠিকানা ইত্যাদি।
- ২০২৪ সালে চালু হতে যাওয়া এফআরসি স্কিম সম্পর্কিত সমস্ত খবর সম্পর্কে নিজেকে হালনাগাদ রাখুন।
- পণ্য তৈরিতে বর্জ্য কিংবা সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারের মতো উদ্ভাবনী কাজে যুক্ত হোন। এটি আপনার পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে পারে, যা হয়তো একটি বিশেষ বাজার ধরতে সহযোগিতা করবে।

পণ্য প্যাকেজিং

প্যাকেজিং হলো পণ্যকে সুরক্ষিত রাখতে এবং সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রাখতে কোনো উপকরণ দিয়ে মোড়ানো। প্যাকেজিং (অত্যাবশ্যকীয় শর্ত) রেগুলেশনস–২০১৫ অনুসারে, প্যাকেজিংয়ের মধ্যে রয়েছে বিক্রয় প্যাকেজিং, গ্রুপ প্যাকেজিং এবং পরিবহন প্যাকেজিং। আইন অনুসারে প্যাকেজিংয়ের বিভিন্ন স্তর বক্স–১১–এর উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে।

বক্স ১১: পণ্য প্যাকেজিংয়ের উদাহরণ

প্যাকেজিংয়ের বিভিন্ন স্তর

একজন বাংলাদেশি উৎপাদনকারী বার্মিংহামভিত্তিক একজন ক্রেতাকে ৫০০টি সালোয়ার সেট (ওড়না ছাড়া) সরবরাহ করার অর্ডার পেয়েছেন। সালোয়ারগুলো সেলাই শেষে প্যাক করার জন্য প্রস্তুত হলে উৎপাদনকারী তিন প্রস্থ প্যাকিং করবেন:

- **প্রাথমিক প্যাকেজিং:** এতে একটি সালোয়ার সেট থাকবে প্যাকেজিংয়ে, যা এভাবেই ভোক্তার কাছে বিক্রি হবে।
- **সেকেন্ডারি প্যাকেজিং:** এই প্যাকেজিংয়ে একাধিক (১০টি কিংবা ২০টি) সালোয়ার সেট বান্ডিল করা হয় । বান্ডেলটি সরাসরি ভোক্তার কাছে বিক্রি করা যেতে পারে কিংবা শুধুমাত্র স্টক পূরণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **টারশিয়ারি প্যাকেজিং:** এই ধাপে নাড়াচাড়া ও পরিবহনের সময় সুরক্ষিত রাখতে পুরো ৫০০টি সালোয়ার সেট ইউনিটকে প্যাকেজিং করা হয়। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে রপ্তানিকারকেরাও তৃতীয় পর্যায়ের প্যাকেজিং করতে পারেন। তৃতীয় পর্যায়ের প্যাকেজিংয়ের উদাহরণগুলোর মধ্যে আছে বস্তা ও বাক্স। মনে রাখবেন, এতে সড়ক, জাহাজ বা আকাশ পরিবহনের কনটেইনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

একক ইউনিটেরও ভেতরকার ছোট অংশগুলোসহ পুরো পণ্য প্যাকেজিং যেন পরিশিষ্ট–২–এ উল্লেখিত পণ্য প্যাকেজিং বিভাগের প্রয়োজনীয় সব শর্ত পূরণ করে, তা নিশ্চিত করুন। প্যাকেজিং অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। ভোক্তা যেন পণ্যটি গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে, সেটুকু নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণে প্যাকেজিং করুন।

উৎপাদক এবং রপ্তানিকারকদের অবশ্যই কারিগরি তথ্যের রেকর্ড রাখতে হবে, যা প্রমাণ করবে পণ্যটির প্যাকেজিং ব্রিটিশ বাজারে আসার পর চার বছর টিকে থাকার অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো পূরণ করে। অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো মেনে চলতে বা রেকর্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে পরিণতি কী হতে পারে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে পরিশিষ্ট–২–এর প্যাকেজিং বিভাগে।

শর্ত মেনে চলা নিশ্চিত করতে দরকারি টিপসের জন্য এই নির্দেশিকা (লিংক ৪৮) পড়ুন।

পণ্য লেবেলিং

পণ্যের লেবেল ভোক্তাকে পণ্যের গঠন, মূল্য, পরিমাণ, আকার, ব্যবহার এবং উৎস সম্পর্কে অবহিত করে। বিশদ ও নির্ভুল লেবেল গ্রাহককে কেনার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে এবং ব্র্যান্ডের সুনাম বাড়াতে সাহায্য করে। লেবেলিংয়ের শর্তাবলী সুনির্দিষ্ট পণ্যভিত্তিক। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক এবং পাদুকা পণ্যের লেবেলের নিজস্ব শর্ত আছে। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক এবং পাদুকা পণ্যের জন্য লেবেলিংয়ের শর্তের বিশদ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট–২–এর বিভাগ ৫ (বস্ত্র) এবং বিভাগ ৬ (জুতা) দ্রষ্টব্য।

কুইক টিপ: ব্রিটিশ প্যাকেজিংয়ের চলতি ধারার সঙ্গে থাকুন

সঠিক প্যাকেজিং বিদেশি বাজারে বিক্রি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। যথাযথ প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্যতা, কার্যকারিতা, ব্র্যান্ড মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা, গুণমান, নান্দনিক আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশি বাজারের চলতি প্যাকেজিং ধারা বিবেচনা করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ ক্রেতারা টেকসই (লিংক ৪৯), পরিবেশবান্ধব, উদ্ভাবনী (লিংক ৫০), নমনীয় (লিংক ৫১) এবং ব্যক্তিগত পছন্দভিত্তিক প্যাকেজিং পছন্দ করে। উৎপাদনকারীদের অবশ্যই ব্রিটিশ প্যাকেজিং বাজারের ধারা এবং পূর্বাভাসের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এরকম একটি প্রতিবেদন এখানে পাওয়া যাবে (লিংক ৫২)।

© Shutterstock.com

৩ টেকসই হওয়ার মানদণ্ড

উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে অধ্যায় ২-এ আলোচিত আইনি শর্তগুলো ছাড়াও ক্রেতা ও ভোক্তাদের চাহিদামত কিছু অতিরিক্ত শর্ত পূরণ করতে হতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে পরিবেশবান্ধব পণ্য এবং সরবরাহ শৃঙ্খলজুড়ে উৎকৃষ্ট শ্রমিকবান্ধব কার্যক্রম অনুশীলনের বিষয়গুলো। ভলান্টারি সাস্টেইনেবল স্ট্যান্ডার্ড (ভিএসএস) সনদ অর্জন অথবা ক্রেতার কোম্পানি কোডে নির্ধারিত নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্যে এর প্রতিফলন দেখানো যেতে পারে।

স্বেচ্ছাসেবী স্থায়িত্ব মান বা ভালান্টারি সাসটেইনেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড

উৎপাদনকারীরা স্বেচ্ছায় প্রত্যয়িত হয়ে এবং তাদের পণ্যে প্রাসঙ্গিক লেবেল অথবা সিল লাগিয়ে ভিএসএসের শর্ত পূরণ করতে পারেন। এতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ধরে রাখার পাশাপাশি ভোক্তাদের একটা বড় অংশকে আকৃষ্ট করার সুযোগ পান তারা।

সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে যাতে সব শর্ত পূরণ হয়, তা উৎপাদনকারীদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নীতি ও কাজের নিয়ম এবং বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর নির্ধারিত পরিবেশগত আইন (লিংক ৫৬), নিয়মকানুন (লিংক ৫৭), নীতিমালা (লিংক ৫৮) ও সার্কুলার (লিংক ৫৯।

ভিএসএস সনদ অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং এই হ্যান্ডবুকে উল্লেখিত পণ্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভিএসএস সনদ অর্জনের উদাহরণ পরিশিষ্ট ৩-এ দেওয়া আছে।

বক্স ১২: টেকসই হওয়ার মানদণ্ডগুলো কী?

আপনি কি জানেন?

টেকসই হওয়ার মানদণ্ডগুলো টেকসই হওয়ার বিভিন্ন সূচককে নির্দেশ করে। যেমন-পরিবেশগত পারফর্মেন্স বা কার্যক্ষমতা, নৈতিক কার্যক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াগত কার্যক্ষমতা। আইটিসি স্ট্যান্ডার্ডস ম্যাপে বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন এই লিংকে (লিংক ৫৩)।

বক্স ১৩: সরবরাহকারীর টেকসই হওয়ার পুঁজি

আপনার দেশের কোন কোন সরবরাহকারীর কাছে প্রাসঙ্গিক কাঁচামালের (তুলা, পাট ও চামড়া) টেকসই হওয়ার সনদপত্র আছে, তা জানতে আইসিটি সাস্টেইনেবিলিটি গেটওয়ে (লিংক ৫৪) ব্যবহার করুন।

টেকসই হওয়ার মানদণ্ড ও সনদ অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আইসিটি এসএমই ট্রেড একাডেমিতে (লিংক ৫৫) থাকা বিভিন্ন কোর্স দেখুন।

কোম্পানি কোর্ডস

অনেক ক্রেতা পণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার অদৃশ্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরতে নির্দেশনা বা আচরণবিধির আদলে তাদের নিজস্ব কোম্পানি কোড প্রবর্তন করতে পারেন। বাস্তবে যা হয় তা হচ্ছে, চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময়ই ক্রেতারা পণ্যের উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের তাদের কোম্পানি কোড অথবা নীতিমালা (যদি থাকে) মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

কুইক টিপ: বিকল্প খুঁজুন

• আপনি যদি টেকসই হওয়ার সনদপত্রের জন্য আবেদন করতে তৈরি না থাকেন, তাহলে যেসব বাংলাদেশি সরবরাহকারী এরই মধ্যে টেকসই হওয়ার সনদপত্র পেয়েছে তাদের কাছ থেকে কাঁচামাল কিনুন। উদাহরণস্বরূপ 'বেটার কটন', 'ফেয়ারট্রেড' অথবা 'অর্গানিক' প্রত্যয়ন পাওয়া উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে তুলা কিনুন।

• কিছু প্রত্যয়নকারী সংস্থা সমষ্টিগতভাবে সনদপত্র দিয়ে থাকে, এতে ব্যয় কম হয়। তাই এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

• আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী বা খুচরা বিক্রেতা হোন, তাহলে মনে রাখবেন; পণ্যের সনদপত্র শুধু আপনার ব্র্যান্ড নামে হয়ে থাকে।

কুইক টিপ: ক্রেতার প্রত্যাশা বুঝুন

চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময়ই ভিএসএস সনদ এবং নিজস্ব সম্ভাব্য আচরণবিধি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা কোম্পানির প্রত্যাশা বিষয়ে কথা বলতে ভুলবেন না। চুক্তিপত্রে একটি অংশ রাখুন যেখানে কী কী আলোচনা ও মতৈক্য হয়েছে সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকবে।

© Shutterstock.com

৪ শুল্ক ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া

গ্রেট ব্রিটেনে পণ্য সফলভাবে রপ্তানি সম্পন্ন করতে রপ্তানিকারকদের অবশ্যই কাস্টমস পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিগুলোর বিষয়ে ভালোভাবে বুঝতে হবে। সাধারণ নিয়ম হলো, রপ্তানিকারকদের অবশ্যই তাঁদের পণ্যের সঠিক কোড শনাক্ত করতে হবে এবং ডিসিটিএস-এর কথা মাথায় রেখে পণ্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। পণ্যের কোড, ডিসিটিএস এবং ট্যারিফ রেট সম্পর্কে তথ্যের জন্য অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য।

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র

পণ্য রপ্তানিতে সফলভাবে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নিশ্চিত করতে নিচের নথিগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে (লিংক ৬০):

- রপ্তানি বিল
- রপ্তানির ঋণপত্র (এলসি), ঋণপত্র না থাকলে রপ্তানির চুক্তি বা ক্রয়াদেশ
- বাণিজ্যিক চালান
- প্যাকিং তালিকা
- ইএক্সপি ফর্ম
- উৎসের সনদ / উৎস ঘোষণা
- ভ্যাট সনদ
- টিআইএন সনদ
- পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির জন্য: পাটজাত পণ্যের ইআরসি
- ব্যবহারের ঘোষণা বা অনুমতি (শুল্কাধীন গুদামের আওতায় তৈরি পোশাক কিংবা অন্য পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে)
- আমদানি-রপ্তানি বা ফেরতযোগ্য শর্তে রপ্তানির ক্ষেত্রে সিসিআইঅ্যান্ডই এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র
- আমদানি-রপ্তানি বা ফেরতযোগ্য শর্তে রপ্তানি করা পণ্যের ব্যাংক গ্যারান্টি

উপরোক্ত নথিগুলোর অনেকগুলোর সংগ্রহের প্রক্রিয়া এই হ্যান্ডবুকের অধ্যায়-১-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যান্য সহায়ক নথি সম্পর্কে আরও জানতে এই হ্যান্ডবুকের পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য।

কুইক টিপ: ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের সঙ্গে যুক্ত হোন

কাস্টমসের সব কাগজপত্র সঠিকভাবে সম্পন্ন করা ও জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে অনেক সময় লাগে। এ বিষয়ে ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যারা কাস্টমসের কাগজপত্র ও ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। নির্ধারিত পরিবহন পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং নির্ধারিত বন্দরে যাদের অফিস রয়েছে এমন এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এ ক্ষেত্রে ভালো হতে পারে ঢাকা কাস্টমস এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (লিংক ৬১) এবং/অথবা চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (লিংক ৬২) মতো ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করা।

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স

কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত নথি ও পণ্য সরাসরি যাচাই-বাছাই করার পর পণ্যগুলো কন্টেইনারে ভরা হয় এবং তারপর বাছাইকৃত পরিবহন ব্যবস্থায় তোলা হয়। কাস্টমস কর্মকর্তা শিপিং বিলের দ্বিতীয় অনুলিপিতে 'শিপড অন বোর্ড' স্বাক্ষর করলে এবং পণ্যগুলো বন্দর থেকে চলে গেলে, রপ্তানি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। উল্লেখ্য, কাস্টমস কর্মকর্তার 'শিপড অন বোর্ড' স্বাক্ষর 'লেট এক্সপোর্ট (রপ্তানি করতে দিন) অনুমোদন নামেও পরিচিত।

কাস্টমস বন্ডেড ওয়ারহাউজ

রপ্তানিকৃত পণ্য সরাসরি কিংবা ভিন্ন পথে যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশ সীমান্তে পৌঁছাতে পারে। পণ্যগুলো ব্রিটিশ সীমান্তে পৌঁছানোর পর সাধারণত শুল্ক বিভাগের গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। আমদানিকারকেরা পাঠানো পণ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বিন্যাস করতে পারে এবং প্রযোজ্য শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধের ক্ষেত্রে বিলম্ব করতে পারে।

রপ্তানি পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেনে পাঠানো হলে সেগুলো শুল্ক বিভাগের গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে অর্থনৈতিক অপারেটরদের পণ্যের ওপর কোনো আমদানি শুল্ক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। উল্লেখ্য, আবগারি শুল্ক আরোপ হবে এমন পণ্য (যদি না তা আগেই প্রদান করা হয়ে থাকে) এবং বিধিনিষেধ কিংবা স্বাস্থ্যগত শর্ত থাকা পণ্য গুদামে সংরক্ষণ করা হয় না যদি না প্রয়োজনীয় নথি উপস্থাপন করা হয়।

কুইট টিপ: কাস্টমস বন্ডেড ওয়ারহাউজ সম্পর্কে আরো জানুন

- শুল্ক বিভাগের অধীন গুদামগুলো শুধুমাত্র সেইসব পণ্য সংরক্ষণেই ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণ যেমন পরিবহনের পর পুনর্বিন্যাস, পোকাদমন এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা দূষিত উপাদানগুলো অপসারণ প্রয়োজন। এসব গুদাম পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কিংবা রূপান্তরে ব্যবহার হয় না।

- পরিবেশ কিংবা মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি না করলে শুল্ক বিভাগের অধীন গুদামগুলোয় পণ্য মজুত রাখার কোনো সময়সীমা নেই। তবে পণ্য মজুত রাখার সময় যতো লম্বা হবে, ব্রিটিশ বাজারে পণ্য তত দেরিতে পৌঁছাবে, আপনার বিল পরিশোধ হতেও দেরি হবে। আপনার ক্রেতার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলুন।

- বাড়তি কর এড়াতে, এক পণ্যের আড়ালে আরেক পণ্য পাঠাতে বা সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা এড়াতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে জালিয়াতি করে পণ্য পাঠানোর অনেক উদাহরণ রয়েছে। পণ্য পাঠানোর রুটের সত্যতা নিশ্চিত করার একটি উপায় হলো শুল্ক বিভাগের অধীন গুদামগুলোয় পণ্য সংরক্ষণ। এতে করে পণ্য প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তরকরণ এড়ানো যায়।

© Shutterstock.com

৫ পরিবহণ এবং লজিস্টিকস

সঠিক পরিবহন ও লজিস্টিক নির্বাচন করা রপ্তানি প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মালামাল বহনের জন্য উপযুক্ত পরিবহন সনাক্তকরণ, মালের বীমা, প্রি শিপমেন্ট পরিদর্শন এবং চূড়ান্ত গন্তব্যে সরবরাহের জন্য কোন পক্ষ দায়বদ্ধ থাকবে তা বিক্রয় চুক্তিতে থাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শর্ত (ইনকোটার্ম) দ্বারা নির্ধারিত হবে। যথাযথ ও স্বচ্ছ পরিবহনের বিষয় নথিবদ্ধ থাকা চালান-সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিরোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আকাশপথ ও সমুদ্রপথে পরিবহনের ক্ষেত্রে মূল দালিলিক পার্থক্য হলো, সমুদ্রপথে পরিবহনের জন্য বিল অব লেডিং ও আকাশপথে পরিবহনের জন্য এয়ারওয়ে বিল। এগুলোর যে কোনো একটির সঙ্গে উৎপাদনকারীকে বিল অব এন্ট্রি, ইএক্সপি ফরম, বাণিজ্যিক চালান, প্যাকিং লিস্ট এবং উৎস ঘোষণা বা ফরম-এ (৪ নম্বর পরিশিষ্টে বিস্তারিত আছে) সংযুক্ত করা নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়া, প্রয়োজনীয় বীমা কভারেজ নেওয়া ও এর প্রমাণপত্র সংযুক্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র জমা না দিলে উৎপাদনকারীরা কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স না পাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন।

বিল অব লেডিং

বিল অব লেডিং হলো পণ্যবহনকারীর (সাধারণত জাহাজের মাস্টার) দ্বারা শিপার / কনসাইনার / রপ্তানিকারকের জন্য জারি করা একটি চুক্তি। এতে পণ্য, চালানকারী বা গ্রহণকারী ও গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকে। বিল অব লেডিংয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে:

- এটি দলিলে বর্ণিত পণ্যগুলোর পরিচিতি
- এটি পাঠানো পণ্যগুলোর একটি রশিদ
- এতে চালানের শর্তাবলি উল্লেখ করা থাকে

কুইক টিপ: ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারদের কাজে লাগান

কম রপ্তানিপণ্যের ছোট রপ্তানিকারকরা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার ও স্থানীয় পরিবহন পরিষেবা নিয়ে উপকৃত হতে পারেন।

এয়ারওয়ে বিল

বিল অব লেডিংয়ের মতো, এয়ারওয়ে বিল হলো ক্যারিয়ার বা পণ্যবহনকারী (এয়ার ক্যারিয়ার) এবং শিপার/ কনসাইনার (পণ্য প্রেরণকারী) মধ্যে একটি চুক্তি। এতে কনসাইনার, কনসাইনি (যে চালান গ্রহণ করবে) এবং গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকে। এতে একটি রেফারেন্স নাম্বারও থাকবে যা দিয়ে চালানের গতিপথ বা অবস্থান ট্র্যাক করা যায়। তবে বিল অব লেডিংয়ের মতো এটি চালানকৃত পণ্যের রশিদ নয়। এটি শুধু পণ্য পরিবহনের চুক্তি।

বীমা

প্রথম অধ্যায়েই যেমনটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পণ্য পরিবহন ও এ সম্পর্কিত ঝুঁকি ও বীমা ইত্যাদি কোন পক্ষ পরিচালনা করবে তা ইনকোটার্মস (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক শর্তাবলি) দ্বারা নির্ধারিত হয়। ট্র্যানজিটের সময় পণ্যের সম্ভাব্য ক্ষতির আর্থিক সুরক্ষা দেয় কার্গো বীমা। উদাহরণস্বরূপ, একটি সিআইএফ চুক্তি অনুযায়ী, নিজের খরচে কার্গো বীমা করার দায়িত্ব বিক্রেতাদের। বাণিজ্যিক চালানে অবশ্যই মালের বীমার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কুইক টিপস: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যর শর্তাবলি (ইনকোটার্মস) জানুন

সতর্কতার সাথে ইনকোটার্মস পড়ুন এবং প্রতিটি ইনকোটার্ম ও এর প্রভাব বুঝুন। কেননা, রপ্তানির পুরো পর্যায়ে আপনার দায়-দায়িত্ব, ঝুঁকি ও ব্যয় কেমন হবে তা এটি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

© Shutterstock.com

১ পরিশিষ্ট ১: একজন বাংলাদেশী রপ্তানিকারক হওয়ার প্রস্তুতি

ইনকোটার্মের সারসংক্ষেপ

সারণি এ-১: ইনকোটার্ম ২০২০-এর সারসংক্ষেপ

ইনকোটার্ম	ক্রেতার ভূমিকা	রপ্তানিকারকের ভূমিকা
এক্স ওয়ার্কস (ইএক্সডব্লিউ)	রপ্তানিকারকের কারখানা/দপ্তর থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	তাদের কাজ কেবল নিজেদের কাছে পণ্যের মজুদ তৈরি রাখা।
ফ্রি ক্যারিয়ার (এফসিএ)	রপ্তানিকারকের কাছ থেকে পরিবহনে তোলা পর্যন্ত দায়বদ্ধ।	ক্রেতার দ্বারা মনোনীত ব্যক্তির কাছে পণ্য সরবরাহ করবেন।
ফ্রি অ্যালংসাইড শিপ	পণ্য বন্দরে জাহাজবোঝাই থেকে শুরু করে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	বন্দরে থাকা জাহাজের কাছে মাল নিয়ে রাখা।
ফ্রি অন বোর্ড (FOB)	বন্দর থেকে শুরু করে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	বন্দরে পণ্য জাহাজে বোঝাই করবেন।
কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট (CFR)	বন্দর থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	গন্তব্যে মালামাল পরিবহনের ব্যবস্থা এবং এর মাসুল পরিশোধ।
কস্ট, ইন্সুরেন্স, ফ্রেইট (CIF)	পণ্য চালান শুরুর বন্দর থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	গণ্তব্য পর্যন্ত মালামাল পরিবহন, সে বাবদ মাসুল পরিশোধ এবং বীমার ব্যবস্থা করবেন।
কস্ট পেইড টু (CPT)	পণ্য পরিবহন থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	নির্ধারিত গন্তব্যে পণ্য পরিবহন এবং মাসুল পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।
ক্যারিয়ার অ্যান্ড ইন্সুরেন্স পেইড টু (CIP)	পণ্য পরিবহন থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	নির্ধারিত গন্তব্যে পণ্য পরিবহন, মাসুল পরিশোধ এবং বীমার ব্যবস্থা করবেন।
ডেলিভার্ড অ্যাট প্লেস (DAP)	মাল খালাস করা বাদে রপ্তানিকারকের কারখানা/দপ্তর থেকে গন্তব্য পর্যন্ত সব কিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	ক্রেতার কাছে কিংবা তার পছন্দের নির্ধারিত স্থানে মালামাল পৌঁছে দেবেন।
ডেলিভার্ড অ্যাট প্লেস আনলোডেড (DPU)	মাল খালাস করাসহ বিক্রেতার কাছ থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ।	ক্রেতার কাছে কিংবা অন্য নির্ধারিত স্থানে মালামাল পৌঁছে দেবেন এবং খালাস করবেন।
ডেলিভার্ড ডিউটি পেইড (DDP)	কেবল মালামাল গ্রহণ করবেন।	পণ্য রপ্তানিকারকের কাছ থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো, মাল খালাস এবং শুল্ক পরিশোধসহ সব কিছুর জন্য দায়বদ্ধ।

পণ্যের শ্রেণিবিভাগ: এইচএস কোড

এইচএস কোড এবং ইউকেসিসির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এইচএস কোড হলো পণ্যের নামকরণের একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতারা একটি সার্বজনীন ভাষায় কোন পণ্য চিনতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল কনভেশন অন দি হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন অ্যান্ড কোডিং সিস্টেম এ এটি উল্লেখ করা হয়েছে। এইচএস কোডের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়, শিরোনাম এবং উপ শিরোনামে পণ্যের বিবরণের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক পণ্যের ছয় সংখ্যার একটি কোড বা এইচএস কোড থাকে। যদিও কোনো দেশ এই এইচএস কোড ছাড়াও পণ্যের আরো শ্রেণিবিন্যাস করতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসে ১০ সংখ্যার কোড ব্যবহার করা হয়।

এইচএস কোড এবং ইউকেসিসি অনুযায়ী চামড়াজাত হাতব্যাগের জন্য শ্রেণিবিন্যাসের উদাহরণ ব্যবহার করে পণ্য শ্রেণিবিন্যাসের স্তরগুলো তুলে ধরা যেতে পারে। নিচের সারণি ২ এ তা দেখানো হয়েছে।

সারণি এ ২: এইচএস কোড এবং ইউকেসিসি শ্রেণিবিভাগের উদাহরণ

এইচএস কোর্ড			
এইচএস চ্যাপ্টার	দুই সংখ্যা	৪২	চামড়ার জিনিসপত্র; স্যাডলারি এবং জিন, ভ্রমণের সামগ্রী, হাতব্যাগ এবং এ ধরনের ব্যাগ; প্রাণির অন্ত্রে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী (রেশমগুটির অন্ত্র ব্যতিত)
এইচএস হেডিং	চার সংখ্যা	৪২ ০২	চামড়া বা চামড়ার কম্পোজিশন, প্লাস্টিকের শিট, টেক্সটাইল সামগ্রী, ভলকানাইজড তন্তু বা পেপারবোর্ড বা মূলত এ ধরনের সামগ্রী বা কাগজ দিয়ে মোড়ানো হাতব্যাগ, শপিংব্যাগ, ওয়ালেট, পার্স, টুল ব্যাগ, স্পোর্টস ব্যাগ, বোতল-কেস, গহনার বাক্স, পাউডার বাক্স, কাটলারি কেস এবং অনুরূপ পাত্র।
এইচএস সাবহেডিং	ছয় সংখ্যা	৪২০২ ২৯	বাহ্যিক আবরণ চামড়ার বা চামড়ার কম্পোজিশন দিয়ে তৈরি: হাতব্যাগ, কাঁধে ঝোলানোর স্ট্র্যাপসহ বা হাতল ছাড়া ব্যাগ।
ইউকেসিসি			
ইউকেসিসি সাবহেডিং	১০ সংখ্যা	৪২০২২১০০১০	হাতে তৈরি: বাহ্যিক আবরণ চামড়ার বা চামড়ার কম্পোজিশন দিয়ে তৈরি হাতব্যাগ, কাঁধে ঝোলানোর স্ট্র্যাপসহ বা হাতল ছাড়া ব্যাগ।
ইউকেসিসি সাবহেডিং	১০ সংখ্যা	৪২০২২১০০৯০	অন্যান্য: বাহ্যিক আবরণ চামড়ার বা চামড়ার কম্পোজিশন দিয়ে তৈরি হাতব্যাগ, কাঁধে ঝোলানোর স্ট্র্যাপসহ, বা হাতল ছাড়া স্ট্র্যাপসহ ব্যাগ।

পণ্যের বিবরণের মৌলিক দিক

আপনার পণ্যের বিবরণ দিতে এবং সহজে পণ্যের সঠিক কোড সনাক্তকরণে সারণি ৩ ব্যবহার করতে পারেন।

সারণি এ ৩: এইচএস কোড শ্রেণিবিভাগের পণ্য বিবরণ ম্যাট্রিক্স

মানদণ্ড	বিবরণ
একক বা একাধিক-অংশের পণ্য	একটি একাধিক-অংশের পণ্য বা সেটের ক্ষেত্রে এর প্রতিটি অংশের পণ্য কোড নির্ধারণ করতে হবে। সেটের সব আলাদা আলাদা অংশ তালিকাভুক্ত করতে হবে। যেমন: একটি সালোয়ার সেটে দুটি বা তিনটি অংশ থাকে, আবার স্কার্ফ শুধু একটি পোশাক।
শ্রেণি	পণ্য (গুলো) কি এক বা একাধিক শ্রেণিতে পড়ে? যেসব শ্রেণিতে পণ্যটি শ্রেণিবদ্ধ করা যায় তার তালিকা করুন। যেমন: পোশাক, গহনা, খাদ্যসামগ্রী, জুতা ইত্যাদি।
ব্যবহৃত কাঁচামাল	পণ্যটি কি এক বা একাধিক কাঁচামাল দিয়ে তৈরি? চূড়ান্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত সমস্ত কাঁচামালের তালিকা করুন। যেমন: তুলা, কাঠ, পাট, সিল্ক, রাবার ইত্যাদি
কাঁচামালের উৎস	আপনি কি সব কাঁচামাল বাংলাদেশি সরবরাহকারীর কাছ থেকে কেনেন অথবা আপনি কি নির্দিষ্ট কোনো কাঁচামাল আমদানি করেন? স্থানীয়ভাবে কেনা বা আমদানিকৃত সব কাঁচামালের উৎসের তালিকা করুন।
উৎপাদন পদ্ধতি	পণ্যটি কীভাবে উৎপাদিত হয়? যেমন: হাতে তৈরি, তাঁতে তৈরি, কারখানায় তৈরি, ইত্যাদি।
পণ্যের ব্যবহার	পণ্যটি কি কাজে ব্যবহার করা হবে? এটি কি খুচরা বাজারে বিক্রি হবে? না, অন্য কোনো লক্ষ্য আছে? সংকেত: পণ্য রপ্তানির লক্ষ্য থেকেই সাধারণত তা কি কাজে ব্যবহার করা হবে সেটি নির্ধারিত হয়। যেমন: তুলার সুতা বোনা বা কুরুশের কাজে খুচরা বিক্রি হতে পারে, বা আমদানিকারকের কাছে বিক্রি করা যেতে পারে যিনি এটিকে পরে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করবেন।
মোড়কের উপাদান	পণ্যটি কীভাবে মোড়কজাত করা হবে- কাঠের বাক্সে, পাটের বস্তায়, কার্ডবোর্ডের বাক্সে বা অন্য কোনোভাবে? যেমন: সালোয়ার সেট সুতি কাপড়ের মোড়কে ভরার পর তা কার্ডবোর্ডের বাক্সে রাখা হয়।

এই হ্যান্ডবুকে উল্লেখ করা পণ্যগুলোর প্রোডাক্ট কোডের নির্দেশনামূলক তালিকা

সারণি এ ৪- এ ইউকেসিসির একটি নির্দেশক তালিকা দেওয়া আছে যা এই হ্যান্ডবুকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলোর জন্য প্রযোজ্য।

সারণি এ ৪- এই হ্যান্ডবুকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলোর জন্য ইউকেসিসির নির্দেশক তালিকা

ইউকেসিসি	বিবরণ
নারীদের আনুষঙ্গিক সামগ্রী	
৪২০২.২৯০০.১০	চামড়ার তৈরি বা চামড়ার কম্পোজিশনের আবরণ দিয়ে হস্তনির্মিত হাতের ব্যাগ, কাঁধে ঝোলানোর স্ট্র্যাপসহ বা স্ট্র্যাপ ছাড়া, হাতল ছাড়া হাতের ব্যাগ।
৪২০২.৩২৯০.১০	বাইরের আবরণ কাপড় দিয়ে তৈরি এমন এক ধরনের হস্তনির্মিত সামগ্রী যা সাধারণত পকেটে বা হ্যান্ডব্যাগে বহন করা হয়।
৪২০২.৯২৯১.১০	বাইরের আবরণ কাপড় দিয়ে তৈরি এমন হস্তনির্মিত ভ্রমণের ব্যাগ, প্রসাধন সামগ্রীর ব্যাগ, রাকস্যাকস এবং স্পোর্টস ব্যাগ।
৭১১৭.১৯০০.১০	কাফলিংক এবং স্টাড ব্যতীত কাচের কোন অংশ ছাড়া কমদামি ধাতুর তৈরি (দামি ধাতুর প্রলেপসহ বা ছাড়া) ইমিটেশনের গহনা।
বস্ত্র ও তৈরি পোশাক	
৬১০৪.৬৩০০.০০	সিনথেটিক কাপড়ের তৈরি, বোনা বা কুরুশের কাজ করা ট্রাউজার, বিব এবং ব্রেস ওভারঅল, ব্রিচ ও শর্টস (সাঁতারের পোশাক ব্যতীত)।
৬২০৪.৪৯১০.০০	রেশম বা রেশম বর্জ্য দিয়ে তৈরি পোশাক (সাঁতারের পোশাক ব্যতীত), বোনা বা কুরুশের কাজ নয়।
৬২১৩.৯০০০.৯০	রেশমি কাপড় বা রেশমের বর্জ্য ব্যতীত অন্যান্য টেক্সটাইল উপাদানে তৈরি রুমাল।
৬২১৬.০০০০.০০	দস্তানা (গ্লাভস), হাতে বোনা ছাড়া বা কুরুশের কাজ ছাড়া মিট ও মিটেনস (এক ধরনের গ্লাভস)।
গৃহসজ্জা	
৪৬০২.৯০০০.০০	বোনার উপাদান দিয়ে তৈরি বাস্কেট, ঝুড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী, , ৪৬০১ শিরোনামের পণ্য থেকে তৈরি, লুফা জাতীয় সামগ্রী, অন্যান্য
৫৭০১.৯০১০.১০	কার্পেট এবং অন্যান্য মেঝে ঢাকার সামগ্রী, গিঁট দেওয়া, তৈরিকৃত বা তৈরি ছাড়া, হস্তনির্মিত, রেশমী, বা নইল ছাড়া রেশমের বর্জ্য, সিনথেটিক তন্তু, ৫৬০৫ এর শিরোনামের সুতা, বা ধাতব সুতাযুক্ত টেক্সটাইল উপকরণ
৬৩০১.৩০১০.০০	কম্বল (বৈদ্যুতিক কম্বল বাদে), সুতার তৈরি, বোনা বা কুরুশের কাজের ভ্রমণের কম্বল
৬৩০২.২১০০.২১	সুতার তৈরি, তাঁতের তৈরি, হাতে ছাপা 'বাটিক' পদ্ধতিতে তৈরি বিছানার চাদর

মনে রাখা জরুরি, ইউকেসিসির প্রত্যেক অধ্যায়ে চ্যাপ্টার নোট বা টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো অবশ্যই রপ্তানিকারক পণ্যের সঠিক শ্রেণিবিন্যাসের আগে পড়ে দেখবেন। চ্যাপ্টার নোটের উদাহরণ নিচের ৭১ নম্বর অধ্যায়ে (লিংক ৬৩) দেওয়া আছে।

চিত্র: এ ১ ইউকেসিসির জন্য চ্যাপ্টার নোটের টীকার উদাহরণ

এই অংশের শুল্কের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় টীকা রয়েছে:

১. টীকা ১ (এ) থেকে সেকশন ৬ সাপেক্ষে এবং নিচে দেওয়া আছে। তা ছাড়া, সব সামগ্রী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে

ক. প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম মুক্তা বা মূল্যবান বা আধা মুল্যবান পাথরের (প্রাকৃতিক, কৃত্রিম/সিনথেটিক বা পুনর্গঠিত)
অথবা
খ. মূল্যবান ধাতব বস্তু বা মূল্যবান ধাতু দ্বারা আবৃত ধাতব বস্তু এই অধ্যায়ে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়।
২. (ক) শিরোনাম ৭১১৩, ৭১১৪, এবং ৭১১৫ সেসব সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করবে না যেখানে মূল্যবান ধাতু বা মূল্যবান ধাতু দ্বারা আবৃত ধাতুতে খুব অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। যেমন, ছোটখাট ফিটিংস বা অলঙ্কার (উদাহরণস্বরূপ, মনোগ্রাম, ফেরাল ও চাকার বেড়) হিসেবে, এবং প্যারাগ্রাফ (বি) পূর্বোক্ত টীকা এসব সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
(খ) শিরোনাম ৭১১৬ মূল্যবান ধাতু বা ধাতু-আবৃত মূল্যবান ধাতব বস্তু সামগ্রী (গৌণ উপাদান ব্যতীত অন্যকিছু) অন্তর্ভুক্ত করে না।
৩. এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত নয়,
ক. মূল্যবান ধাতুর মিশ্রণ বা আঠালো মূল্যবান ধাতু
খ. জীবাণুমুক্ত অস্ত্রোপচারের সেলাই উপকরণ, দাঁতের ফিলিং বা অধ্যায় ৩০ এর অন্যান্য পণ্য
গ. অধ্যায়ের ৩২-এর পণ্য (উদাহরণস্বরূপ: চাকচিক্য/দ্যুতি/ জৌলুস)
ঘ. সমর্থিত প্রভাবক (শিরোনাম ৩৮১৫)
ঙ. ৪২০২ অথবা ৪২০৩ শিরোনামের সামগ্রী টীকা ৩ (বি) থেকে অধ্যায় ৪২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।
চ. শিরোনাম ৪৩০৩ বা ৪৩০৪ এর সামগ্রী
ছ. সেকশন ১১ এর পণ্য (বস্ত্র ও বস্ত্র সামগ্রী)
জ. জুতা, হেডগিয়ার (টুপিজাতীয়) বা অধ্যায় ৬৪ বা ৬৫-এর অন্যান্য সামগ্রী
ঝ. ছাতা, হাঁটার ছড়ি বা অধ্যায় ৬৬ এর অন্যান্য সামগ্রী

উন্নয়নশীল দেশ বিষয়ক ট্রেডিং স্কিম

২০২৩ সালের জুন মাসে, যুক্তরাজ্য পূর্বের জেনারালাইড স্কিম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) এর বদলে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ট্রেডিং স্কিম (ডিসিটিএস) চালু করেছে। ডিসিটিএসের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশসহ ৪৬টি দেশের জন্য যুক্তরাজ্যের বাজারে প্রবেশ সহজ করা। এই স্কিমের মধ্য দিয়ে রপ্তানিকারকেরা নিম্নোক্ত সুবিধা পাবেন:

- যুক্তরাজ্যে রপ্তানিতে শূন্য থেকে হ্রাসকৃত শুল্ক সুবিধা
- উদারীকৃত রুলস অব অরিজিন (আরওও)

দেশগুলোকে তিনটি অগ্রাধিকার বিভাগের মধ্যে একটিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে (লিংক ৬৪), চিত্র এ-২ এ যেমনটি দেওয়া হয়েছে। এতে দেশের রপ্তানিকারকদের জন্য শূন্য বা হ্রাসকৃত শুল্ক হারের পণ্যের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিসিটিএস স্কিম অনুসারে বাংলাদেশ কম্প্রিহেনসিভ প্রেফারেন্স বা বিস্তৃত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ। ফলে রপ্তানিকারকেরা অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাদে প্রায় সব পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা উপভোগ করতে পারে। ডিসিটিএস-এর পণ্যের কোড লাইনের বাইরের বাকি সব পণ্যের জন্য যুক্তরাজ্যের সাধারণ শুল্ক আইন অনুযায়ী শুল্ক আরোপ হবে।

চিত্র এ২: ডিসিটিএস দেশের শ্রেণীবিন্যাস

পণ্যের শুল্ক	কমপ্রিহেনসিভ প্রেফারেন্স	এনহ্যান্সড প্রেফারেন্স	স্ট্যান্ডার্ড প্রেফারেন্স
শুল্কমুক্ত পণ্য (০%)	৯৯.৮%	৯২%	৬৫%
শুল্ক ০% থেকে ৫%	০.২%	০.৪%	১০%
শুল্ক ৫% থেকে ১০%	০%	০.৪%	১২%
পণ্যের শুল্ক ১০%-এর বেশি (সুনির্দিষ্ট শুল্কসহ)	০%	৭.২%	১৩%

* সুনির্দিষ্ট শুল্ক হলো কোনো উৎপাদিত পণ্যের একেকের ওপর হিসাব করা স্থায়ী শুল্ক। এটি হতে পারে পণ্যের একক ওজন, পরিমাণ, বা পণ্যের সংখ্যা বা অন্য মানদণ্ড।

ডিসিটিএস-এর অধীনে শুল্ক হার

পণ্যের ধরনের ওপর নির্ভর করে রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন ধরনের শুল্ক পরিশোধ করতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তাজা ফল ও সবজি রপ্তানিকারকদের সমহারে (অ্যাড-ভেলোরেম) বা নির্দিষ্ট শুল্কের সাথে মৌসুমী শুল্কও দিতে হতে পারে। রপ্তানিকারকেরা কীভাবে ডিসিটিএস-এর অধীন থাকা এ ধরনের প্রযোজ্য শুল্ক পণ্য সনাক্ত করবেন?

এ বিষয়টি সনাক্ত করতে ডিসিটিএস-এর গাইডেন্স ডকুমেন্ট অন আইডেন্টিফাইং ট্যারিফস (লিংক ৬৫) ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রযোজ শুল্কের প্রয়োজনীয় ধারণা দেবে। এ বিষয়ে আরও জানতে নিচের চিত্র এ ৩-এ দেওয়া ইনফোগ্রাফিক দেখুন।

চিত্র এ ৩: ডিসিটিএস-এর অধীনে প্রদেয় বিভিন্ন শুল্ক

সমহার (অ্যাড-ভেলোরেম) ট্যারিফ:

ডিসিটিএর এর অধীনে বেশিরভাগ শুল্কই সমহার (অ্যাড-অ্যালোরেম) শুল্ক। এ শুল্ক পণ্যের মূল্যের বিনিময়ে প্রদেয়। মূল্য বলতে বোঝায় পণ্যের মোট কাস্টমস মূল্য।

উদাহরণস্বরূপ, সাদা চকলেটের বিস্তৃত এবং বর্ধিত অগ্রাধিকার স্তরে শুল্ক ০%, অন্যদিকে স্ট্যান্ডার্ড প্রেফারেন্স হলো পণ্যের মূল্যের ৪.৫%।

নির্দিষ্ট ট্যারিফ:

নির্দিষ্ট ট্যারিফ হলো পণ্যের এককের ওপর প্রদেয় নির্দিষ্ট চার্জ। প্রডাক্ট ইউনিট হতে পারে পণ্যের একক ওজন, পরিমাণ, বা পণ্যের সংখ্যা বা অন্য মানদণ্ড। উদাহরণস্বরূপ, গৃহপালিত শূকরের প্রক্রিয়াজাত দেহ হলো প্রতি ১০০ কেজিতে ৪৪ পাউন্ড।

কম্পাউন্ড ট্যারিফ:

কম্পাউন্ড ট্যারিফ হলো সমহার বা (অ্যাড-ভেলোরেম) ট্যারিফ এবং নির্দিষ্ট শুল্কের সংমিশ্রণ।

পণ্যের কোড	পণ্যের বিবরণ	শুল্ক
০৪০৩২০৫১	দই, গাঢ় হোক বা স্বাদযুক্ত বা ফল দিয়ে তৈরি, বাদাম বা কোকো দিয়ে তৈরি, মিষ্টি, ঘন, দুধের চর্বির উপাদান ওজনে ১.৫% এর কম বা সমান হলে	৪.৫%-এর বেশি প্রতি ১০০ কেজিতে ৭৯ পাউন্ড

এই উদাহরণে সমহার বা অ্যাড-ভেলোরেম শুল্ক ৪.৫% এর পণ্যের মূল্যের ওপর চার্জ করা হয়। আবার নির্দিষ্ট শুল্ক হলো প্রতি ১০০ কেজিতে ৭৯ পাউন্ড।

রুলস অব অরিজিন

একটি পণ্যের অর্থনৈতিক জাতীয়তা নির্ধারণের জন্য রুলস অব অরিজিন (আরওও) ব্যবহার করা হয়। ডিসিটিএস-এর অধীনে উৎপাদনকারীরা দেখাতে পারেন, বাংলাদেশ থেকে উৎপাদিত তাদের পণ্য সম্পূর্ণভাবে নিয়ম মেনে উৎপাদিত হয়েছে। 'হোলি অবটেইনড রুল' এর অধীনে আমদানিকৃত কোনো কাঁচামাল ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য 'বাংলাদেশে উৎপাদিত' বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ হতে পারে।

উৎপাদনের সাথে যুক্ত সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে যদি কাপড় বা সুতার মতো কোনো কোনো কাঁচামাল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনের জন্য আমদানি করাও হয়, চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্যটি তখনও 'বাংলাদেশে উৎপাদিত' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হতে পারে। রুলস অব অরিজিন (আরওও) নিয়ে আরও জানতে ডিসিটিএস গাইডেন্স ডকুমেন্ট অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরওও (লিংক ৬৬) দেখুন।

পণ্য-নির্দিষ্ট প্রযোজ্য নিয়মগুলো বুঝতে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারকেরা প্রডাক্ট-স্পেসিফিক রুলস (লিংক ৬৭)-এর তালিকা পড়তে পারেন।

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) অবস্থান থেকে উত্তরণ

ডিসিটিএস-এর অধীনে যেসব দেশ স্বল্পোন্নত স্তর থেকে উন্নীত হবে তারা আর 'কমপ্রিহেনসিভ প্রেফারেন্স'-এর শ্রেণিবিন্যাসের আওতায় সুবিধা ভোগের উপযুক্ত থাকবে না। উৎপাদনকারী এবং/অথবা রপ্তানিকারকের ওপর এর প্রভাব বিষয়ে আরও জানতে বক্স এ ১ দেখুন।

বক্স এ ১: এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রভাব

কোনো দেশ এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা) অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হলে তিন বছরের ট্র্যানজিশন কাল চলবে। এ সময়সীমা শেষ হওয়ার পর দেশগুলোর রপ্তানিকারকরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার সুবিধা হারাবেন:

১. **অগ্রাধিকারমূলক ট্যারিফ রেট:** অর্থাৎ রপ্তানিকারকরা আর নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর ০% শুল্ক সুবিধা পাবেন না। তবে গ্রেট ব্রিটেনে রপ্তানিকারকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ডিসিটিএস-এর অধীনে, ৯২% পণ্যে 'এনহ্যান্সড প্রেফারেন্স' এর আওতায় ০% শুল্ক সুবিধা নেওয়া হয়। **এর মানে এলডিসি থেকে উত্তরণ হলেও রপ্তানিকারকরা কিছু পণ্যের ওপর ০% অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা পাবেন।**

২. **উৎসের নিয়ম জোরদার করা:** স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে পণ্যের উৎসের নিয়মের ওপর কম জোর দেওয়া হয়। এ কারণে নির্দিষ্ট পণ্যের চূড়ান্ত উৎপাদকরা আর উপকৃত হতে পারে না। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের আগে ও পরে রূপান্তরের নিয়মের পার্থক্যের উদাহরণ নিচে দেখুন:

এলডিসি উত্তরণের আগে: ফারহানা সোয়েটার তৈরি করে গ্রেট ব্রিটেনের বার্মিংহামে রপ্তানি করেন। এগুলো নিটওয়্যার পোশাক। ডিসিটিএস এর অধীনে পছন্দের শুল্ক সুবিধা পাওয়ার জন্য ফারহানাকে শুধু দেখাতে হবে যে সোয়েটারটি 'ফ্যাব্রিক থেকে তৈরি' ছিল। এর মানে হলো, ফারহানাকে শুধু দেখাতে হবে, সোয়েটার তৈরির জন্য বাংলাদেশেই কাপড়টি কাটা, ছাঁটা এবং সেলাই করা হয়েছিল। এখানে শুধু একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া আছে; তা হলো- পোশাক তৈরি করা। তাই, এটি 'একক রূপান্তর' এর নিয়ম হিসেবেও পরিচিত।

এলডিসি থেকে উত্তরণের পর: ফারহানা যদি বার্মিংহামে রপ্তানি করা সোয়েটারগুলোর ক্ষেত্রে পছন্দের শুল্ক সুবিধা দাবি করতে চান, তাহলে তাকে দেখাতে হবে, সোয়েটারটি 'বোনা ও তৈরি করা ছিল (কাটিংসহ)। তাকে দেখাতে হবে যে, ফ্যাব্রিকটি বোনা ছিল, এবং এরপর বাংলাদেশে সোয়েটার তৈরি করার জন্য কাটা, ছাঁটা এবং সেলাই করা হয়েছিল। এখানে দুটি রূপান্তর প্রক্রিয়া রয়েছে: (১) কাপড় বোনা (২) পোশাক তৈরি করা। এটি 'দ্বৈত রূপান্তর' নিয়ম হিসেবেও পরিচিত।

কুইক টিপ: এখনই পোস্ট-এলডিসি পর্যায়ে উত্তরণে প্রস্তুত হন!

ডিসিটিএস এর 'এনহ্যান্সড প্রেফারেন্স' স্তরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন এখনই। ২০২৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়কে বিভিন্ন কৌশল ও মডেল তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে আপনার ব্যবসা প্রতিযোগিতামূলক থাকবে এবং বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের পরও ক্রেতা হারাবে না।

২ পরিশিষ্ট ২: পণ্য ও পণ্য উৎপাদনের শর্ত

পণ্যের সাধারণ নিরাপত্তা

রপ্তানিকারক হিসেবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগগুলোর একটি হলো, আপনার পণ্য যাতে কোনো বিলম্ব বা অসুবিধা ছাড়াই ব্রিটিশ সীমান্ত অতিক্রম করে তা নিশ্চিত করা। পণ্যটি বিপজ্জনক বা ভোক্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এমন যদি হয় তাহলে এর চালান বাজারে পৌঁছাতে দেরি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পণ্য সুরক্ষা আইনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এর বিস্তারিত উদাহরণ সারণি এ৫-এ দেওয়া আছে। কেমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা পণ্যের ঝুঁকির মাত্রার ওপর নির্ভর করবে।

সারণি এ-৫: পণ্য নিরাপত্তা লঙ্ঘনের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা

ধরণ	গৃহীত ব্যবস্থা
সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ	কর্তৃপক্ষ যদি সন্দেহ করে যে, পণ্যটি পণ্য সুরক্ষা আইনের বিধান পূরণ করেনি, তাহলে 'সাময়িক স্থগিতাদেশ নোটিশ' জারি করতে পারে। সুরক্ষা মূল্যায়ন, যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় সময় লাগতে পারে। এই সময়ের মধ্যে পণ্যটি বাজারে রাখা বা কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে সরবরাহ করা যাবে না।
চিহ্নিত / সতর্ক করার শর্ত	উৎপাদক, আমদানিকারক বা পরিবেশককে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামত পণ্যটিতে সতর্কবার্তা / চিহ্ন দিয়ে জানাতে হবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পণ্যটি কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
প্রত্যাহারের নোটিশ	কোনো কারণে কর্তৃপক্ষের কাছে যদি মনে হয় পণ্যটি বিপজ্জনক, তবে তারা এটি প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করতে পারে। এর ফলে পণ্যটি বাজারে ছাড়া বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কাউকে সরবরাহ করা যাবে না। কর্তৃপক্ষ পণ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে গ্রাহকদের সতর্ক করার জন্য এর উৎপাদনকারী, আমদানিকারক বা পরিবেশককে নির্দেশও দিতে পারে।
বাজার থেকে তুলে নেওয়ার নোটিশ	বিপজ্জনক পণ্যটি যদি ইতোমধ্যে বাজারে পাওয়া যায় তবে কর্তৃপক্ষ তা বাজার থেকে তুলে নেওয়ার নোটিশ জারি করতে পারে। তুলে নেওয়ার নোটিশে পণ্যের উৎপাদক, আমদানিকারক বা পরিবেশকদের প্রচলিত বিধির প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে বলা হতে পারে। **গুরুত্বপূর্ণ:** ভোক্তাদের ঝুঁকি রোধে উৎপাদনকারী বা পরিবেশক দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট না হলেই কেবল কর্তৃপক্ষ পণ্য বাজার থেকে তুলে নেওয়ার নোটিশ জারি করতে পারে।

রিচ (REACH) বিধিমালা

রিচ (REACH) এর বিধানের অধীনে, কোনো উপাদান এসভিএইচসি হিসেবে চিহ্নিত হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিচ Candidate তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় (লিংক ৬৮)। অন্তর্ভুক্তির তারিখ এবং অন্তর্ভুক্তির কারণ নির্দিষ্ট করা থাকে। Candidate তালিকা থেকে রিচ কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে অনুমোদন তালিকায় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করবে (লিংক ৬৯)। উপকরণগুলো অনুমোদনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সময় কর্তৃপক্ষ কোন পর্যন্ত এই জাতীয় এসভিএইচসি ব্যবহার করা যাবে বা 'সূর্যাস্ত তারিখ' ও উল্লেখ করবে। উদাহরণস্বরূপ, এই হ্যান্ডবুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ নম্বর বক্সে উল্লেখ করা UV-320, UV-327, UV-328 ও UV-350 এর সূর্যাস্ত তারিখ বা ব্যবহারের শেষ তারিখ হলো ২৭ নভেম্বর ২০২৩। এর অর্থ হলো সূর্যাস্ত তারিখের পর, যেসব পণ্যে এই এসভিএইচসিগুলোর কোনো একটি থাকবে সেগুলো রিচ বিধিবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

নিকেল, ডায়োকটাইলটিন যৌগ, অ্যাজো রঞ্জক, ট্রাইবুটিলটিন যৌগ, ক্রোমিয়াম ৬ (লিংক ৭০) এবং ফ্যালেট হলো প্রায়শই ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিক ও বিপজ্জনক পদার্থ যা এই হ্যান্ডবুকের আওতাভুক্ত পণ্যগুলোতে আছে।

রাতে পরার পোশাকের নিরাপত্তা

শিশুদের রাতে পরার পোশাক

নাইটওয়্যার (সেফটি) রেগুলেশন, ১৯৮৫ এবং বিএস ৫৭২২ অনুসারে, শিশুদের নাইটওয়্যার (পায়জামা, বাচ্চাদের পোশাক এবং সুতির টেরি টাওয়েল বাথরোব ছাড়া) অবশ্যই দাহ্যতা বিষয়ক শর্ত পূরণ করতে হবে। শিশুদের নাইটওয়্যারের নিম্নলিখিত পরিমাপ পূরণ করতে হবে:

(১) **রাতের পোশাক:** বুকের প্রশস্ততা ৯১ এবং দৈর্ঘ্য ১২২ সেন্টিমিটারের বেশি হবে না।

(২) **ড্রেসিং গাউন, বাথ রোব এবং অনুরূপ অন্যান্য পোশাক:** বুকের প্রশস্ততা ৯৭ এবং হাতার পরিমাপ ৬৯ সেন্টিমিটারের বেশি না।

শিশুদের রাতের পোশাক যে দাহ্যতার শর্ত পূরণ করে তা প্রমাণের জন্য ধোয়া ও যাচাইয়ের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে বিএস ৫৭২২-এ।

প্রাপ্তবয়স্কদের নাইটওয়্যার, পায়জামা, বাচ্চাদের পোশাক ও সুতির টেরি টাওয়েলিং বাথ রোবস

এই শিরোনামের অধীনে থাকা সমস্ত পণ্য যেগুলো দাহ্যতা বিষয়ে বিএস ৫৭২২ এর শর্ত পূরণ করে সেসব পণ্যে অবশ্যই 'আগুন থেকে দূরে রাখুন' এই লেবেল থাকতে হবে। এই শিরোনামের অধীনে থাকা বাকি যে পণ্যগুলো বিএস ৫৭২২ অনুযায়ী কম দাহ্য, সেগুলোতে অবশ্যই 'আগুন থেকে দূরে রাখুন, বিএস ৫৭২২ এর তুলনায় কম দাহ্য' লেবেল থাকতে হবে। পোশাকের গলায় থাকা লেবেল কিংবা পোশাকের আকার নির্দেশ করে বা পোশাক সম্পর্কে অন্য কোন তথ্য দেয়-এমন লেবেলের গায়ে এ সতর্কতা বার্তা ছাপা থাকতে হবে। সতর্কতা বার্তার শব্দটি অবশ্যই হবে বড় হাতের অক্ষরে(ফন্ট সাইজ ১০), ভিন্ন রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে যাতে সহজেই চোখে পড়ে এবং টেকসই।

অগ্নি প্রতিরোধী রাসায়নিক মিশ্রিত কাপড়ে তৈরি রাতের পোশাক

এই শিরোনামের অধীনে পণ্যগুলোতে অবশ্যই একটি লেবেলে এই শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: '৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় ধোবেন না। ওয়াশিং এজেন্ট এজন্য উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করুন'। এই শব্দগুলো পোশাকের গলায় সংযুক্ত যে কোনো লেবেলে বা পোশাক সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত কোনো লেবেলে অথবা পোশাকের আকার নির্দেশ করে এমন কোনো লেবেলে কিংবা এই পরিশিষ্টের ধারা ৫ (বি) এর নির্দেশিত প্রয়োজনীয় শব্দ সম্বলিত কোনো লেবেলে থাকবে। সেক্ষেত্রে শব্দটি ধারা ৫ (বি) এর অধীনে প্রয়োজনীয় শব্দের ঠিক পরে বসবে। শব্দগুলো অবশ্যই বড় হাতের ছয় পয়েন্টের মাঝারি অক্ষরে এবং যথেষ্ট ভিন্ন রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে সুস্পষ্ট এবং টেকসইভাবে থাকতে হবে; যাতে তা সহজেই দেখা যায়।

রাতের পোশাক শ্রেণির পণ্যগুলোর জন্য সুরক্ষার শর্ত সম্পর্কে আরও জানতে এই গাইডটি (লিংক ৭১) দেখুন।

© Shutterstock.com

পণ্য প্যাকেজিং

অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা

উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, প্যাকেজিং এ ব্যবহৃত উপকরণগুলো নিম্নলিখিত অবশ্য পালনীয় শর্ত পূরণ করে:

(১) নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া, নিয়ন্ত্রিত ভারী ধাতবগুলোর ঘনত্ব (যেমন, ক্যাডমিয়াম, পারদ, সীসা এবং হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম) প্রতি মিলিয়নে ১০০ ভাগের বেশি হওয়া উচিত নয়।

- সম্পূর্ণরূপে লেড ক্রিস্টাল গ্লাসের প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।
- সূচি-২ (লিংক ৭২) এর শর্তগুলো পূরণ করলে এবং নিয়ন্ত্রিত বিতরণ ও পুনরায় ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকলে প্লাস্টিক পেলেট ও ক্রেটের ক্ষেত্রে ভারী ধাতবের ঘনত্বের নীতি প্রয়োজ্য নয়।
- সূচি ৩ (লিংক ৭৩) এ উল্লেখিত শর্ত পূরণ করলে এটি গ্লাস প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(২) পোড়ানো বা ভাগাড়ের মাটিতে মিশিয়ে ফেলার সময় প্যাকেজিংয় উপকরণের ছাই, নিঃসরণ ও নির্গত তরলের বিষাক্ত ও বিপজ্জনক উপাদানের উপস্থিতি কমানো দরকার।

(৩) এমনভাবে নকশা, উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণ করা যাতে তা পুনঃব্যবহার বা পুনরুদ্ধার করা যায়। প্যাকেজিং বর্জ্য বা বর্জ্য পরিশোধ কার্যক্রমের অবশিষ্ট অংশ ফেলে দেওয়ার পর পরিবেশের ওপর যেন প্রভাব কম হয়।

আপনি যদি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য প্যাকেজিং ব্যবহার করেন তবে নিশ্চিত করুন যে এটি নিম্নলিখিত সমস্ত শর্ত পূরণ করে:

(১) প্যাকেজিংয়ের বৈশিষ্ট্য ও ভৌত গুণগুলো এমন হওয়া দরকার যাতে তা পালা করে ব্যবহার করা যায়।

(২) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার শর্ত মানতে ব্যবহৃত প্যাকেজিং অবশ্যই প্রক্রিয়াকরণ উপযোগী হতে হবে।

(৩) প্যাকেজিং পুনরায় ব্যবহার অনুপযোগী এবং বর্জ্য হয়ে গেলে এটি যাতে পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকেজিংয়ের নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

কমপ্লায়েন্স না হলে যা ঘটবে

প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে না এমন প্যাকেজিং ব্যবহার করা এবং/ অথবা রেকর্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যাঁরা শর্ত মানছেন না বলে দেখা যাবে তাঁদের জরিমানা দিতে হবে।

টেক্সটাইল পণ্য লেবেলিংয়ের শর্ত

টেক্সটাইল পণ্য (লেবেলিং এবং ফাইবার কম্পোজিশন) রেগুলেশন-২০১২ অনুযায়ী, টেক্সটাইল পণ্যগুলোর মধ্যে; টেক্সটাইল ফাইবার, কার্পেট, জাজিম, ক্যাম্পিং সামগ্রী, আসবাবপত্র, পর্দা এবং টেক্সটাইল দিয়ে তৈরি, আধা-উৎপাদিত পণ্য অন্তর্ভুক্ত। তবে, সমস্ত টেক্সটাইল পণ্যের লেবেল লাগে না। লেবেলের প্রয়োজন নেই এমন পণ্যগুলোর সূচক তালিকার জন্য বক্স এ ২ দেখুন। টেক্সটাইল পণ্যের লেবেলগুলোতে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এমন কয়েকটি শর্ত হলো:

(১) লেবেল অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে

(২) লেবেল অবশ্যই টেকসই, সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান হতে হবে

(৩) দুই বা ততোধিক ধরনের তন্তুযুক্ত পণ্যগুলোতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে শতাংশ দ্বারা তন্তুগুলোর হার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: 'তুলা ৭০%, সিল্ক ২০%, পাট ১০%'

(৪) যদি কোনো পণ্যের দুই বা ততোধিক উপাদান থাকে, যেমন; সালোয়ারের ভেতরের আস্তরণ। তবে এই জাতীয় প্রতিটি উপাদানের সামগ্রীতে অবশ্যই লেবেল লাগাতে হবে

(৫) একটি লেবেলে তখনই 'পিওর' শব্দটি থাকতে পারে যদি পোশাকটি কেবল একটি ফাইবার দিয়ে তৈরি হয়।

(৬) কোনো ফাইবারে যদি সিল্কের মিশ্রণ থাকে, যেমন; সিল্ক-সুতি অথবা সিল্ক অ্যাসিটেট তাহলে সেই ফাইবারের বর্ণনায় শুধু 'সিল্ক' শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না।

(৭) টেক্সটাইল পণ্যগুলোর মাল্টিপ্যাকগুলোতে একক ইউনিটভিত্তিক লেবেলিংয়ের বিপরীতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যাকভিত্তিক লেবেলিং থাকতে পারে

টেক্সটাইল লেবেলিং শর্তের সম্পূর্ণ তালিকা বুঝতে এই গাইডটি (লিংক ৭৪)

বক্স এ-২: যেসব টেক্সটাইল পণ্যের লেবেল প্রয়োজন হয় না

- কৃত্রিম ফুল, বোতাম এবং বাকল, লেবেল এবং ব্যাজ, মেক-আপ বক্স
- ওভেন গ্লাভস ও কাপড়, আঁকা ক্যানভাস, পিনকুশন, খেলাধুলায় ব্যবহৃত সুরক্ষামূলক সামগ্রী (গ্লাভস ব্যতীত), স্যাডলারি
- স্লিভ প্রোটেকটরস, স্লিভ সাপোর্টিং আর্ম ব্যান্ডস, বেশ কয়েকটি অংশ থাকা টেবিল ম্যাটস যার পৃষ্ঠতল ৫০০ বর্গ সেন্টিমিটারের বেশি নয়
- ট্যাপেস্ট্রি, এগুলো উৎপাদনের উপকরণ, চা ও কফি কোজি, পাদুকার টেক্সটাইল অংশ ইত্যাদি।
- তামাকের পাউচ, টয়লেট কেস, খেলনা, ভ্রমণ সামগ্রী ও ঘড়ির স্ট্র্যাপ

বস্ত্রের লেবেল লাগবে না এমন পণ্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য এই নির্দেশিকাটি দেখুন (লিংক ৭৪)

কুইক টিপ: কান্ট্রি অব অরিজিন লেবেলের জন্য শর্তগুলো যাচাই করুন

টেক্সটাইল প্রোডাক্টস রেগুলেশন, ২০১২ অনুসারে, লেবেলে উৎস দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, টেক্সটাইল লেবেলে 'মেড ইন বাংলাদেশ' কথাটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। তবে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উৎস দেশের নাম লেবেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তাহলে সেটি যাতে ভোক্তাদের কাছে বিভ্রান্তিকর না হয় তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ ফাস্ট-ফ্যাশন চেইন বুহু (লিংক ৭৫) এর কাহিনীর মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর লেবেল সম্পর্কে আরো জানুন।

পাদুকাপণ্য লেবেলিংয়ের শর্ত

পাদুকাপণ্য (ইন্ডিকেশন অব কম্পোজিশন) লেবেলিং রেগুলেশনস-১৯৯৫ (লিংক ৭৬) -এ এক বা একাধিক প্রধান উপাদানসহ 'পৃথকভাবে বাজারজাত করার সময় পায়ের পাতার সুরক্ষা বা আচ্ছাদন করার জন্য তলাসহ নকশার প্রয়োগ' এর সব আইটেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন, বুট, স্যান্ডেল, ফ্ল্যাট বা উঁচু হিলযুক্ত জুতা, বিশেষ স্পোর্টস জুতা, নাচের চপ্পল ও অর্থোপেডিক পাদুকা।

পাদুকা লেবেলিংয়ের শর্তের আওতায় পড়ে না এমন পণ্যগুলোর জন্য বক্স এ-৩ দেখুন। উৎপাদনকারী বা গ্রেট ব্রিটেনে তার অনুমোদিত এজেন্ট পাদুকার প্রযোজ্য লেবেলিংয়ের শর্ত মেনে চলা ও লেবেলে থাকা তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ থাকেন।

পাদুকা পণ্যগুলোর জন্য লেবেলিংয়ের কিছু শর্ত হলো:

(১) লেবেলিং পাদুকাপণ্যের উপরিভাগের বাইরের অংশের অন্তত ৮০%, লাইনিং ও সক অংশের অন্তত ৮০% এবং বাইরের সোলের আয়তনের কমপক্ষে ৮০% এর উপাদান সম্পর্কে তথ্য দেবে।

(২) যদি এমন কোনো একক উপাদান না থাকে যা পাদুকাপণ্যের উপরের কমপক্ষে ৮০% জুড়ে থাকে তাহলে লেবেলে পাদুকা তৈরিতে ব্যবহৃত দুটি প্রধান উপকরণ সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে।

(৩) উপরের অংশে ব্যবহৃত উপকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আনুষঙ্গিক দ্রব্য বা শক্তপোক্ত করার মতো উপকরণ যেমন অ্যাংকেল প্যাচেস, এজিং, অরনামেনটেশন বাকল, ট্যাব, আইলেট স্টে বা অনুরূপ সংযুক্তি বিবেচনায় ধরা হবে না।

(৪) প্রতি জোড়ায় কমপক্ষে একটি জুতায় লেবেল সংযুক্ত করতে হবে। মুদ্রণ, আটকানো, এমবসিং বা সেঁটে দেওয়া লেবেলের মাধ্যমে কাজটি করা যেতে পারে। এটি দৃশ্যমান, সুরক্ষিতভাবে যুক্ত এবং নাগালযোগ্য হতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যসহ লেবেলটি চিত্রলিপি বা লিখিত নির্দেশনা আকারে সরবরাহ করা যেতে পারে। এর ধরন চিত্র এ-৪ এ দেখানো হয়েছে।

বক্স এ-৩: লেবেলিং বিধিবিধানের আওতায় নেই যেসব পাদুকাপণ্য

- ব্যবহৃত, জীর্ণ জুতা
- সুরক্ষামূলক জুতা যেমন অর্থোপেডিক স্যান্ডেল
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'রিচ' রেগুলেশনের আওতায় থাকা জুতা। যেমন, যেমন অ্যাসবেস্টসযুক্ত জুতা ও ইস্পাত টোক্যাপযুক্ত বুট
- ১৪ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের খেলায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি করা জুতা। যেমন, একটি অভিনব পোশাক বা প্লাস্টিকের রোলার স্কেটের অংশ।

চিত্র এ ৪: পাদুকার লেবেলের পিক্টোগ্রাম বা চিত্রলিপি ও ভাষার উদাহরণ

১. পাদুকাপণ্যের অংশগুলো চিহ্নিত করার জন্য চিত্রলিপি বা লিখিত নির্দেশনা

	চিত্রলিপি	লিখিত ইঙ্গিত
ক) উপরের অংশ		উপরের অংশ
খ) ভেতরের আস্তরণ ও মোজার অংশ		ভেতরের আস্তরণ ও মোজার অংশ
গ) বাইরের সোল		বাইরের সোল

২. ফুটওয়্যারে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কিত চিত্রলিপি ও লিখিত নির্দেশনা

	চিত্রলিপি	লিখিত ইঙ্গিত
(ক) (১) লেদার বা চামড়া		লেদার
(২) কোটেড লেদার		কোটেড লেদার
(খ) স্বাভাবিক টেক্সটাইল এবং সিনথেটিক অথবা নন-উভেন টেক্সটাইল পণ্য		টেক্সটাইল
(গ) অন্যান্য উপকরণ		অন্যান্য উপকরণ

৩ পরিশিষ্ট ৩: টেকসই বা স্থায়িত্ব মান

তৃতীয় অধ্যায়ে যেমনটা বলা হয়েছে, টেকসই মান এবং এর স্বীকৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক বাজার এমনকি সুনির্দিষ্ট অংশ ধরে রাখায় সহায়তা করে। এটি করার জন্য উৎপাদনকারীদের অবশ্যই দুটি মূল শর্তের সাথে পরিচিত হতে হবে: (ক) প্রত্যয়িত হওয়ার সাধারণ প্রক্রিয়া; এবং (খ) প্রযোজ্য হতে পারে এমন কয়েকটি সনদপত্র। এই হ্যান্ডবুকের আওতাভুক্ত বেশিরভাগ পণ্য (১) তুলা, (২) পাট, (৩) চামড়া বা (৪) রেশম দিয়ে তৈরি বলে এই পরিশিষ্টে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু টেকসই সনদের উদাহরণ দেওয়া আছে যা কাজে লাগতে পারে।

সার্টিফিকেট বা সনদ পাওয়ার ধাপ

অনেক সনদপত্রের প্রক্রিয়া একইরকম, যা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলোতে বিভক্ত হতে পারে।

© Shutterstock.com

১ পদক্ষেপ সঠিক মান চিহ্নিত করুন

উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপ ও কাঁচামালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভিএসএস সনদ দেওয়া হয়। কোন কোন সনদ কেবল নির্দিষ্ট কিছু দেশে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমদানিকারক কখনো কখনো সরাসরি উৎপাদনকারীকে নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারেন যে অমুক অমুক সনদ লাগবেই। অন্যান্য পরিস্থিতির জন্য ক্রেতার সাথে বিক্রয় চুক্তি নিয়ে আলোচনার আগে বিভিন্ন ধরনের ভিএসএস সনদ সম্পর্কে জেনে নিন। এজন্য আইটিসি স্ট্যান্ডার্ডস মানচিত্রের 'আইডেন্টিফাই স্ট্যান্ডার্ডস' (লিংক ৭৭) এবং 'কমপেয়ার' (লিংক ৭৮) টুল ব্যবহার করুন।

২ পদক্ষেপ গ্যাপ অ্যানালাইসিস করুন

ভিএসএস এ নির্ধারিত শর্ত ও উৎপাদনকারীদের বিদ্যমান ব্যবসায়িক অনুশীলনের মধ্যে ব্যবধান বের করতে অবশ্যই 'গ্যাপ অ্যানালাইসিস' করতে হবে। বিশ্লেষণে যদি ব্যবধান পাওয়া যায়, তাহলে উৎপাদনকারীকে অবশ্যই একটি যথাযথ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে সেই কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ, ব্যয় ও সময়ের হিসাব। এগুলো করা হয়ে গেলে, তৃতীয় পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যান। আর বিশ্লেষণে যদি কোন গ্যাপ সনাক্ত না হয়, তাহলে উৎপাদনকারী সরাসরি তৃতীয় পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন।

৩ ধাপ সনদপত্রের জন্য আবেদন করুন

আবেদন করার আগে উৎপাদনকারীকে সনদপত্রের ব্যয় ব্রেকডাউন করতে হবে। ব্যয়গুলোর মধ্যে আছে সদস্যপদ ফি, নিরীক্ষা ফি (যা পরিদর্শনের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে) এবং ভিএসএস সনদপত্রে নির্ধারিত উৎপাদন মান ও নিজের অনুশীলনের মধ্যকার ব্যবধান চিহ্নিত করার খরচ।

প্রযোজ্য ব্যয় নির্ধারণ করার পর উৎপাদনকারী সনদপত্রের জন্য ভিএসএস সংস্থায় আবেদন করতে পারেন। আবেদন করার পরে উৎপাদনকারী বা আবেদনকারী সরেজমিন মূল্যায়নের জন্য একজন নিরীক্ষক /পরিদর্শককে আমন্ত্রণ জানাবেন। প্রতিটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভিএসএস সনদপত্র প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অনুমোদিত নিরীক্ষক আছে।

বাংলাদেশে অনুমোদিত 'গ্লোবাল অর্গানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড (জিওটিএস) নিরীক্ষকদের মধ্যে কয়েকটি হলো, ব্যুরো ভেরিটাস কনজ্যুমার প্রোডাক্টস সার্ভিসেস ইনকরপোরেটেড, সিসিপিবি এসআরএল, সিইউ ইন্সপেকশনস অ্যান্ড সার্টিফিকেশনস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং জিসিএল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। জিওটিএস সনদপত্র পেতে ইচ্ছুক উৎপাদনকারীদের অবশ্যই এই ধরনের অনুমোদিত নিরীক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৪ ধাপ পরিদর্শন ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপের অনুরোধ

উৎপাদনকারীদের অবশ্যই এবার নিরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে একজন পরিদর্শক সরেজমিনে গিয়ে ইউনিটটি মূল্যায়ন করে নিরীক্ষা বা পরিদর্শন প্রতিবেদন দেবেন। পরিদর্শক সংশোধনমূলক পদক্ষেপের পরামর্শও দিতে পারেন। এতে তিনি ভিএসএস সনদের মানদণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ব্যবসায়িক অনুশীলনের ব্যবধান সংশোধনের জন্য যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে তা বিস্তারিত জানাবেন। উৎপাদনকারী ওই পদক্ষেপগুলো করার পর ব্যবধানগুলো ঠিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে কি না তা দেখতে নতুন একটি নিরীক্ষা চালানো হবে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অস্পষ্ট কোন অনুচ্ছেদ থাকলে নিরীক্ষকের কাছে তার ব্যাখ্যা চাইবেন। কোনো অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে ব্যাখ্যা চান এবং এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করুন।

৫ ধাপ সনদপত্র, পর্যবেক্ষণ ও নবায়ন

নিরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে সংশোধনমূলক কোনো পরামর্শ বাস্তবায়ন বাকি না থাকলে তবেই সনদপত্র ইস্যু করা হয়। প্রত্যয়ন পাওয়া উৎপাদনকারী যে প্রয়োজনীয় শর্ত মেনে চলছেন তা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিন বা ডেস্কভিত্তিক পুনঃনিরীক্ষাও হতে পারে। এটি নির্ভর করে ভিএসএস সনদপত্রের শর্তের ওপর।

প্রতিটি সনদপত্রের বৈধতার আলাদা মেয়াদ আছে এবং সে অনুযায়ী তা নবায়ন করতে হবে। নবায়নের পরবর্তী তারিখ জানতে উৎপাদনকারীদের অবশ্যই সনদপত্র দেওয়া প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে খোঁজ নিয়ে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক সনদপত্রের নমুনা

গ্লোবাল অর্গানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড

এই সনদ চামড়াজাত পণ্য ও টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

জিওটিএস সনদপত্র (লিংক ৭৯) নেওয়ার জন্য জোরের সঙ্গে সুপারিশ করা হয়। এই সনদটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং অর্গানিক পদার্থ থেকে তৈরি তন্তুগুলোর প্রমিত মান হিসেবে কাজ করে। জিওটিএস সনদ পণ্য তৈরির উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদন ও রপ্তানি পর্যন্ত সরবরাহ চেইনের প্রতিটি পর্যায় কভার করে । এটি চামড়াজাত পণ্য এবং টেক্সটাইলের প্রক্রিয়া, প্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ীদের প্রত্যায়িত করে। এর মূল লক্ষ্য নৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলন ও পরিবেশগত সুরক্ষা।

আপনি যদি জিওটিএস সনদধারী টেক্সটাইল ও চামড়া সরবরাহকারীর খোঁজে থাকেন তাহলে জিওটিএস ডেটাবেসে (লিংক ৮০) অনুসন্ধান করতে পারেন। এই ডেটাবেসটিতে জিওটিএস সনদধারী বাংলাদেশি সরবরাহকারীদের নাম আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার মাধ্যমে আপনি আপনার পণ্যের জিওটিএস সনদ পাওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে যাবেন।

ওকো-টেক্স

এই সনদ চামড়াজাত পণ্য ও বস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

আপনি যদি চামড়াজাত পণ্য এবং টেক্সটাইল তৈরির ব্যবসায় থাকেন তবে আপনার জন্য ছয়টি ওকো-টেক্স সনদ (লিংক ৮১) প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এগুলো হচ্ছে মেড ইন গ্রিন, স্ট্যান্ডার্ড ১০০, লেদার স্ট্যান্ডার্ড, এসটিইপি, রেসপন্সিবল বিজনেস এবং ইকো পাসপোর্ট। এসব সনদের মধ্যে মানদণ্ডের নিরিখে পার্থক্য রয়েছে। কিছু সনদ পণ্যভিত্তিক, যাতে পণ্যের ওপর বৃহৎ পরিসরে আলোকপাত করা হয়। কোনোটা আবার প্রক্রিয়াভিত্তিক যাতে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর বেশি আলোকপাত করা হয়। কোনো সনদ টেক্সটাইল উপকরণে রাসায়নিক ব্যবহারের ওপর দৃষ্টিপাত করে, কোনোটিতে বা পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া টেকসই হওয়ার ওপর নজর দেয়; আবার কোনোটি সংশ্লিষ্ট পণ্যের সব অংশের সামগ্রিক নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দেয়।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে মান্যতার সনদপত্র অর্জন করা সম্ভব তাদের সেই সনদটিই বেছে নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

© Shutterstock.com

8 পরিশিষ্ট ৪: শুল্কায়ন প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র

অধ্যায় ৪-এ যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, পণ্য যাতে যথাযথভাবে ছাড় করানো যায় সেজন্য রপ্তানিকারককে অবশ্যই কাস্টমসের প্রক্রিয়া ও সহায়ক নথিপত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

গ্রেট ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানি করতে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের অবশ্যই নিচের কাস্টমস সংক্রান্ত নথিপত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

বাণিজ্যিক চালান

বাণিজ্যিক চালানে লেনদেন সংক্রান্ত সকল তথ্য, রপ্তানির কারণ, পেমেন্টের পদ্ধতি, এইচএস কোড এবং পণ্যের ওজন ও ইউনিট সংখ্যা থাকে। এতে নির্ধারিত পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবহন রুট, ইনকোটার্ম ও চালানের মূল্যও উল্লেখ করা থাকে। বিভিন্ন পক্ষ বাণিজ্যিক চালানের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। এ জন্য নিজের চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে কথা বলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি বেছে নিতে হবে।

কেনাকাটার দর ঠিক হওয়ার পর মুদ্রা বিনিময় হার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুদ্রা বিনিময় হার একই রকম থাকতে পারে, আবার তার কমবেশি হতে পারে। তার মানে, ক্রেতার কাছ থেকে চূড়ান্ত অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটতে পারে। মুদ্রা বিনিময় হার ওঠানামাজনিত ক্ষতি থেকে বাঁচতে নিচের কৌশলগুলো অনুসরণ করুন:

কুইক টিপ: বাণিজ্যিক চালানে কী থাকে?

বাণিজ্যক চালানে অবশ্যই নিচের তথ্যগুলো থাকতে হবে

- পণ্যের বিক্রেতা, ক্রেতা ও চূড়ান্ত গ্রহীতার (যদি ক্রেতা থেকে আলাদা হয়)। পুরো নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের বিশদ তথ্য
- বাণিজ্যিক চালান নম্বর ও ইস্যুর তারিখ।
- ক্রয়াদেশ বা প্রো-ফর্মা চালান নম্বর ও ইস্যুর তারিখ (বিশেষ করে একই চুক্তির আওতায় একাধিক ক্রয়াদেশ থাকলে)।
- এইচএস কোড, পণ্যের বিবরণ, ইনকোটার্ম, পণ্যের উৎস দেশ
- পরিবহন রুট এবং পণ্যের প্রকৃত মূল্য

আরো জানতে এখানে দেখুন (লিংক ৮২) এবং এখানে দেখুন (লিংক ৮৩)

কুইক টিপ: মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-নামা মাথায় রাখুন

বিনিময় মুল্যের ওঠা-নামা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে নিচের কৌশলগুলো মনে রাখুন

- পেমেন্টের দিনের বিনিময় হার অনুসরণ করুন। কিংবা ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট গ্রহণ করুন।
- মুদ্রার দর ওঠা-নামা বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্য ক্ষতি সামাল দিতে বাড়তি চার্জ ধরুন।
- আপনার ব্যাংক ম্যানেজার বা পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পেশাদার কারো সঙ্গে কথা বলুন।

প্যাকিং তালিকা

রপ্তানিকারকের তৈরি প্যাকিং তালিকায় চালানের বিস্তারিত তথ্য থাকে, যেমন

- পণ্যের বিবরণ
- ইউনিট সংখ্যা ও মোট ওজন
- প্যাকেটজাতকরণের নির্দেশনা
- যে ধরনের প্যাকেট ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, পণ্য কী পেলেট না কার্টনে ভরা, তার মাত্রিকতা (দুই না বেশি দিক) ও লিখিত নির্দেশনা
- বিক্রেতা ও ক্রেতার রেফারেন্স

অন্যান্য সমস্ত নথির মতো, এটিতে অবশ্যই ক্রেতা, বিক্রেতা এবং পরিবহনকারীর রেফারেন্স থাকতে হবে। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার বা শিপাররা বিল অফ লেডিং প্রস্তুত করতে প্যাকিং তালিকাটি ব্যবহার করে।

কুইক টিপ: বিভ্রান্তি এড়ান!

একটি প্যাকিং তালিকা বাণিজ্যিক চালানের মতো নয়। উভয় নথি সফলভাবে আপনার পণ্য রপ্তানি করার জন্য অপরিহার্য।

উৎসের প্রমাণ বা প্রুফ অব অরিজিন

অধ্যায় ১-এ যেমনটা বলা হয়েছে, ডিসিটিএসের আওতায় অগ্রাধিকারমূলক ট্যারিফ সুবিধা পেতে হলে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের অবশ্যই তাদের পণ্য যে বাংলাদেশে তৈরি তা প্রমাণ করতে হবে।

ডিসিটিএস গাইড অন ক্লেইমিং প্রেফারেন্সেস অনুযায়ী (লিংক- ৮৪), রপ্তানির জন্য বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের অবশ্যই উৎস ঘোষণাপত্র /ফর্ম এ পূরণ করে দাখিল করতে হবে। উৎসের প্রমাণ বা প্রুফ অব অরিজিন একটি একক চালানের জন্য প্রযোজ্য। তবে একই ধরনের পণ্যের একাধিক চালানের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যায় যদি :

- একই বিক্রয় চুক্তির আওতায় আমদানি হয়
- পণ্যের কোড নম্বর একই রকম থাকে
- একই রপ্তানিকারক একই আমদানিকারকের কাছে পণ্য একান্তভাবে বিক্রি করলে এবং তা যুক্তরাজ্যের একই কাস্টমস অফিস দিয়ে প্রবেশ করলে
- ঘন ঘন ও চলমান বাণিজ্য প্রবাহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঙ্কের বাণিজ্যিক মূল্যের আমদানি হলে (অনধিক ১২ মাস পর্যন্ত)

উৎসের ঘোষণা

বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের অবশ্যই উৎসের ঘোষণা দিতে হবে। এটি অবশ্যই প্যাকিং তালিকা বা সরবরাহ নোটের মতো কোনো একটি বাণিজ্যিক নথিতে হতে হবে। এখানে অবশ্যই এই গাইডের সেকশন ২ (লিংক ৮৪) এ থাকা তালিকার তথ্য এবং বক্স এ৫ এ থাকা 'অরিজিন ডিক্লারেশন ওয়ার্ডিং' অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উৎসের ঘোষণা ইংরেজিতে লিখতে হবে এবং এতে রপ্তানিকারকের সই থাকবে। রপ্তানিকারক এটি আমদানিকারকের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতেও পাঠাতে পারেন। রপ্তানিকারক জমা দেওয়ার পর দুই বছর পর্যন্ত উৎস ঘোষণার মেয়াদ থাকে। তবে উৎস সংক্রান্ত (আরওও) যাচাই-বাছাইয়ের জবাব দেবে ইপিবি। এজন্য ইপিবির এক্সপোর্ট ট্র্যাকারে রপ্তানি সংক্রান্ত সব ধরনের নথি দিতে হবে। সেখানে প্রতিটি নথি তুলতে (আপলোড) খরচ ২৫০ টাকা।.

বক্স এ-৪: উৎসের ঘোষণা তৈরির শর্ত

- অগ্রাধিকারমূলক ট্যারিফ সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহের যথাযথ কমার্শিয়াল অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড সংরক্ষণ করুন।
- বাংলাদেশ কাস্টমস বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে পণ্যের উৎস বিষয়ে উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীর কাছ থেকে পাওয়া সহায়ক নথিপত্র বা লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার জন্য তৈরি রাখতে হবে।

বক্স এ-৫: উৎসের ঘোষণার শব্দচয়ন

বাণিজ্যিক চালান বা প্যাকিং তালিকায় থাকতে হবে

এই নথির আওতাধীন পণ্যগুলোর রপ্তানিকারক (এখানে ইকোনমিক অপারেটরস রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড আইডেনটিফিকেশন -ইওআরআই নম্বর দিন) ঘোষণা দিচ্ছেন যে, স্পষ্টভাবে অন্য কিছু নির্দেশিত না থাকলে) এই পণ্যগুলো (পণ্যের উৎস লিখুন) যুক্তরাজ্যের ডেভেলপিং কান্ট্রিস ট্রেডিং স্কিমের আরওও অনুযায়ী অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। উৎসের যে শর্ত পূরণ করেছে তা হচ্ছে (পণ্য সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হলে অক্ষর 'P' লিখুন; পণ্যগুলো যথেষ্ট মাত্রায় প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকলে 'W' লিখুন। এর পর থাকবে এইচএস শিরোনাম (উদাহরণ 'W' 9618)।

স্থান এবং তারিখ (নথিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলে বাদ দিন)
(রপ্তানিকারকের নাম ও সই)

ফরম এ

বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকেরা উৎসের প্রমাণ হিসেবে ফরম 'এ' পূরণ করে দাখিল করতে পারেন। ফরম এ-তে অবশ্যই বাণিজ্যিক চালানের সিরিয়াল নম্বর অথবা রেফারেন্স থাকবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে এতে ইপিবির সীলমোহর বা স্বাক্ষরের দরকার নেই। ফরম 'এ' পূরণ করার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নির্দেশিকা দেখুন (লিংক ৮৫)।

ইএক্সপি ফরম

অথরাইজড ডিলার ব্যাংকের (এডি ব্যাংক) ইস্যু করা ইএক্সপি ফরম (লিংক: ৮৬) এমন একটি সনদ যাতে বলা হয়, রপ্তানিকারক একজন সৎ ব্যক্তি এবং পণ্য রপ্তানি থেকে পাওয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য এ ব্যাংকের সঙ্গে তার চুক্তি আছে। লক্ষ্য রাখুন, এডি ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক যার বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি আছে। এডি ব্যাংক ইএক্সপি ফরমের প্রথম ও দ্বিতীয় মূল কপি দিয়ে থাকে। অবশ্যই অন্যান্য দরকারি নথির সঙ্গে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে দ্বিতীয় মূল কপিটি দিতে হবে। রপ্তানিকারকদের অবশ্যই যেসব তথ্য দিয়ে এডি ব্যাংককে সাহায্য করতে হবে সেগুলো হলো:

- যে পণ্য রপ্তানি হবে
- গন্তব্য দেশ বা বন্দর
- মূল্য
- পরিমাণ
- বিক্রির শর্ত
- আমদানিকারক
- নৌযান
- যে বন্দর থেকে শিপমেন্ট হবে এবং শিপমেন্টের তারিখ রপ্তানিকারকের সিসিআইঅ্যান্ডই রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং রপ্তানিকারক সরকারি না বেসরকারি খাতের সেই তথ্য

বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবহারের ঘোষণা বা অনুমতি

বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানিকারকরা শুল্ক পরিশোধ ছাড়াই কাঁচামাল এবং প্যাকেজিং উপকরণ আমদানি করতে পারেন। এই সুবিধাটি রপ্তানিকে উৎসাহিত করে এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে তোলে। রপ্তানিকারকরা দুই ধরনের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের সুবিধা পেতে পারেন:

(১) শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষ বন্ডেড ওয়্যারহাউস

(২) শতভাগ রপ্তানিমুখী রপ্তানিকারকদের জন্য সাধারণ বন্ডেড ওয়্যারহাউস। এর মধ্যে রয়েছে এক্সেসরিজ শিল্প (প্যাকিং, লেবেল, বোতাম, হ্যাঙ্গার ইত্যাদি)।

আগ্রহী রপ্তানিকারকদের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স পেতে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেটে দরকারি নথিপত্রসহ (লিংক ৮৮) পূরণ করা আবেদনপত্র (লিংক ৮৭) জমা দিতে হবে।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যে কী পরিমাণ আনুষঙ্গিক দ্রব্য ও প্যাকেজিং উপকরণ ব্যবহার করা যাবে তা নির্ধারিত হয় ব্যবহার ঘোষণাপত্র বা অনুমতিপত্র সাপেক্ষে। সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য প্রযোজ্য ব্যবহার ঘোষণাপত্র ইস্যু করে থাকে বিজিএমইএ। রপ্তানিমুখী অন্যান্য শিল্পের ব্যবহার অনুমতিপত্র দিয়ে থাকে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ব্যবহার সম্পর্কে আরও জানতে এই লিংকটিতে (লিংক ৮৯) যান।

ইকোনমিক অপারেটরের নিবন্ধন ও নম্বর শনাক্তকরণ

গ্রেট ব্রিটেনে পণ্য আমদানি করতে এবং পণ্য ব্রিটিশ সীমান্তে পৌঁছলে কাস্টমসে ঘোষণা দিতে ইওআরআই নম্বর লাগে। সাধারণত গ্রেট ব্রিটেনের আমদানিকারকরাই এ আবেদন করে ইওআরআই নম্বর সংগ্রহ করেন। সরাসরি রপ্তানি ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা গ্রেট ব্রিটেনের এই নম্বরটি যোগাড় করে কাস্টমসের সঙ্গে লেনদেন করতে কাস্টমস এজেন্ট বা ব্রোকারদের সঙ্গে চুক্তি করেন।

© Shutterstock.com

পরিশিষ্ট ৫: ওয়েব পেজ লিংক

নিচের প্রত্যেকটি লিংকের সঙ্গে কিউআর রয়েছে। স্মার্টফোন দিয়ে কিউআর কোডটি স্ক্যান করে সরাসরি ওয়েব পেজটিতে ঢুকতে পারবেন।

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
বাংলাদেশ সরকারের ওয়েব সাইটগুলো			
১	টিআইএন নিবন্ধন/বাতিল ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
২	নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ ব্যাংক	
৩	সিএমএসএমই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন (লক্ষ্য করুন: এই লিংক আপনাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনা পেজে নেবে। সেখান থেকে 'Refinance Schemes of Bangladesh Bank for CMSME Development' -এ যান।	বাংলাদেশ ব্যাংক	
১১	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ ইপিবি	
১২	এক্সপোর্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজার ম্যানুয়াল ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ ইপিবি	
১৯	২০২৩/২৪ অর্থবছরে / রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা ও নগদ সহায়তার ব্যবস্থা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
বাংলাদেশ সরকারের ওয়েব সাইটগুলো			
২৪	বাংলাদেশের রপ্তানি নীতি ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
৫৬	পরিবেশ বিষয়ক নীতি ও আইন ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
৫৭	বিধি ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর	
৫৮	নির্দেশনা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর	
৫৯	সরকারি আদেশ/সার্কুলার ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
৬০	রপ্তানির জন্য কাস্টমস ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
৮৬	ইএক্সপি ফরম ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
৮৭	বন্ড লাইসেন্স আবেদন ফরম ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
৮৮	বন্ডের আবেদনের জন্য দরকারি নথির তালিকা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
বাংলাদেশ সরকারের ওয়েব সাইটগুলো			
৮৯	বন্ডেড ওয়্যারহাউস ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ সরকার	
অন্যান্য বাংলাদেশি সাইট			
৫	ব্যাংক ঋণের জন্য চেকলিস্ট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ এসএমই ফাউন্ডেশন	
৬	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	
৭	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন নোট: লিংকটি কাজ না করলে এই ই-মেইল ব্যবহার করুন - info@cwcci.org	চিটাগং উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	
৮	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন	
৯	মেম্বার সার্ভিস ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বিজিএমইএ	
১০	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন নোট: লিংকটি কাজ না করলে এই ই-মেইল ব্যবহার করুন - bjgea2016@gmail.com	বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন	
৬১	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ঢাকা কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন	
৬২	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
ব্রিটিশ সরকারের সাইট			
১৩	যুক্তরাজ্যের সমন্বিত অনলাইন ট্যারিফ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
১৬	নির্দেশিকা: আমদানি ও রপ্তানির জন্য চামড়ার শ্রেণিবিন্যাস ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
১৭	ট্যারিফ নোটিশ ২০২৪ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
১৮	নির্দেশিকা: স্লিভলেস নিট গার্মেন্ট (ট্যারিফ নোটিশ ২১) ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
১৫	নির্দেশিকা: আমদানি ও রপ্তানির জন্য টেক্সটাইল অ্যাপারেলের শ্রেণিবিন্যাস ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
২০	নির্দেশিকা: ডিসিটিএস ব্যবহারের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে রপ্তানির উপায় ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
২১	যুক্তরাজ্যের সমন্বিত অনলাইন ট্যারিফ: কমোডিটি কোড, আমদানি শুল্ক, ট্যাক্স ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
২২	নির্দেশিকার নথি: মান ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
২৩	উৎসের সনদ-ফরম 'এ' ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
ব্রিটিশ সরকারের সাইট			
২৫	নির্দেশিকা: নির্ধারিত মান ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
২৬	নির্দেশিকা: মান-পণ্যের সাধারণ সুরক্ষা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
২৭	পণ্য নিরাপত্তা ও মান বিষয়ক দপ্তর ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
২৮	পণ্য নিরাপত্তা সতর্কবার্তা, প্রতিবেদন ও প্রত্যাহার ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৩১	যুক্তরাজ্য অনুমোদিত জৈবনাশক পণ্য ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক নির্বাহী-ব্রিটিশ সরকার	
৩৩	নির্দেশিকা: পপসের ব্যবহার ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৪৬	পরিবেশ বিষয়ক আইন ২০২১ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৪৭	সংবাদ প্রতিবেদন: সুপারমার্কেটের পণ্যের সঙ্গে আর অবৈধ বন উজাড়ের কোনো সম্পর্ক থাকবে না ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৪৮	সরকারি নির্দেশিকার নোট: প্যাকেজিং (অত্যাবশ্যকীয় শর্ত) বিধিমালা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
ব্রিটিশ সরকারের সাইট			
৬৩	যুক্তরাজ্যের সমন্বিত অনলাইন ট্যারিফ- অধ্যায় ৭১ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৬৪	নির্দেশিকার নথি: ডিসিটিএসের আওতাধীন অগ্রাধিকারের স্তর ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৬৫	নির্দেশিকা নথি: ROO (উৎস বিধি) জানা-বোঝা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৬৬	নির্দেশিকা নথি: ROO (উৎস বিধি) জানা-বোঝা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৬৭	এলডিসির জন্য পণ্যভিত্তিক সুনির্দিষ্ট বিধি ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৬৮	অনুমোদনের জন্য ইউকে REACH প্রার্থী এসভিএইচসিগুলোর তালিকা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক নির্বাহী-ব্রিটিশ সরকার	
৬৯	ইউকে REACH প্রার্থী তালিকা (সংযুক্তি ১৪) ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক নির্বাহী-ব্রিটিশ সরকার	
৭২	প্যাকেজিং (অত্যাবশ্যকীয় শর্ত) বিধিমালা-২০১৫- শিডিউল ২ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৭৩	প্যাকেজিং (অত্যাবশ্যকীয় শর্ত) বিধিমালা-২০১৫ শিডিউল ৩ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
ব্রিটিশ সরকারের সাইট			
৭৬	ফুটওয়্যার (উপাদানের নির্দেশনা) লেবেলিং বিধিমালা -১৯৯৫ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৮৩	কীভাবে রপ্তানি চালান তৈরি করতেহয় ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৮৪	নির্দেশিকা: ডিসিটিসের আওতায় যেভাবে অগ্রাধিকার দাবি করতে হবে ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৮৫	নির্দেশিকা: ফরম 'এ' পূরণ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
পণ্য নিরাপত্তা, পরীক্ষা ও লেবেলিং			
২৯	জুয়েলারি নিরাপত্তা : ধাতব উপাদান ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	জুয়েলারি নিরাপত্তা : ধাতব উপাদান	
৩০	গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল টেস্টিং ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল টেস্টিং	
৩১	এসজিএস ইন বাংলাদেশ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	এসজিএস ইন বাংলাদেশ	
৩২	ইউকে অনুমোদিত জৈবনাশক পণ্য ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ব্রিটিশ সরকার	
৩৪	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	প্রজাতি প্লাস	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
পণ্য নিরাপত্তা, পরীক্ষা ও লেবেলিং			
৭০	পণ্য নিরাপত্তা: চামড়াজাত পণ্য ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বিজনেস কম্প্যানিয়ন	
৭১	পণ্য নিরাপত্তা: নতুন রাতের পোশাক ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বিজনেস কম্প্যানিয়ন	
৭৪	মালামাল: টেক্সটাইলের লেবেলিং ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বিজনেস কম্প্যানিয়ন	
৭৫	পণ্যের লেবেলিংয়ে ভুলের জন্য বিপাকে পড়ল বুহ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	চার্লস রাসেল স্পিচলিস	
মেধাস্বত্ত্ব			
৩৫	মেধা সম্পদ কী? ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৩৬	পেটেন্টস ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৩৭	কপিরাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৩৮	শিল্প নকশা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৩৯	ট্রেডমার্ক ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
মেধাস্বত্ব			
৪০	ভৌগোলিক নির্দেশনা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৪১	ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৪২	মাদ্রিদ সিস্টেম- দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডমার্ক সিস্টেম ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৪৩	গোপনীয়তা চুক্তি কী? ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	কুইন্সল্যান্ড সরকার	
৪৪	বারবার করা প্রশ্নগুলো:শিল্প নকশা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
৪৫	দ্যা হেগ সিস্টেম-ইন্টারন্যাশনাল ডিজাইন সিস্টেম ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন	
প্যাকেজিং			
৪৯	প্যাকেজিং শিল্পের পূর্বাভাস ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	জিডব্লিউপি গ্রুপ	
৫০	প্যাকেজিং শিল্পে ২০২৪ সালে নজর রাখার প্রধান পাঁচটি প্রবণতা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	বিল্লেরুদ	
৫১	যুক্তরাজ্যের প্যাকেজিং বাজার গবেষণা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	এআরসি ইন্ডাস্ট্রি	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
প্যাকেজিং			
৫২	যুক্তরাজ্যের প্যাকেজিং শিল্পের আকার ও শেয়ার বিশ্লেষণ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	মরডোর ইন্টেলিজেন্স	
আইটিসি সাইটগুলো			
৫৩	স্ট্যান্ডার্ডস ম্যাপ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	আইটিসি	
৫৪	টেকসই গেটওয়ে ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	আইটিসি	
৫৫	এসএমই ট্রেড একাডেমি ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	আইটিসি	
৭৭	স্ট্যান্ডার্ডস ম্যাপ: শনাক্তকরণ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	আইটিসি	
৭৮	স্ট্যান্ডার্ডস ম্যাপ: তুলনা ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	আইটিসি	

লিংক নং	ওয়েব পেজের নাম/বর্ণনা	প্রকাশক	কিউআর কোড
ভলান্টারি স্ট্যাণ্ডার্ডস			
৭৯	ধাপে ধাপে: যেভাবে জিওটিএস সনদ নিতে হয় ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	গ্লোবাল অর্গ্যানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড	
৮০	সরবরাহকারী, বিপণী ও ইনপুটের সন্ধান ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	গ্লোবাল অর্গ্যানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড	
৮১	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওকো-টেক্স	
অন্যান্য সাইট			
৮২	বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহের জন্য যেভাবে চালান তৈরি হয় ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ডিএইচএল	
১৪	এইচএস নামকরণ ২০২২ সংস্করণ ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অরগানাইজেশন	
৯০	ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে যেতে এখানে ক্লিক করুন	গ্লোবাল ট্রেড হেল্পডেস্ক	

#SheTrades

HER SUCCESS. OUR FUTURE.

The International Trade Centre's SheTrades Initiative is a global movement to unlock women's full economic potential through trade.

By working with governments, business support organizations, the private sector, and women producers and entrepreneurs, we create the right capacities and conditions for sustainable impact at scale.